রাঁচি, শুক্রবার
21:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>277 >>04 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৭ >><< ০৪ঠা, শ্রাবণ ১৪৩০>>

'দাঙ্গা উস্কে দেয়ার' অভিযোগে শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করলো ইরান

তেহরান ঃ সোমবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, পুলিশ হেফাজতে থাকা এক তরুণীর মৃত্যুর পর গত বছর সৃষ্টি হওয়া গণ বিক্ষোভের সময় দাঙ্গা উস্কে দেবার অভিযোগে ইরান কর্তৃপক্ষ একটি শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কঠোর পোশাক নীতি লঙ্ঘন করার জন্য গ্রেপ্তারের পর পুলিশ হেফাজতে ইরানি কুর্দি মাহসা আমিনির (২২) সেপ্টেম্বরে মৃত্যুর পর দেশব্যাপী বিক্ষোভ ইরানকে নাড়িয়ে দেয়। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ ইরানের বেসরকারি স্কুলের প্রধান আহমেদ মাহমুদজাদেহকে উদ্ধৃত করে বলেছে, আমরা শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে গাজ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করার জন্য একটি পরোয়ানা প্রস্তুত ও জারি করেছি। ইরানের সংস্কারবাদী সংবাদপত্র শারঘ ডেইলি প্রতিবেদন করেছে যে, গাজ শিক্ষা কেন্দ্র বিশিষ্ট ভিন্নমতাবলম্বী ফারোখি ইয়াজদির বিপ্লবী কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে। গাজ শিক্ষা কেন্দ্র ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে কন্টেন্ট তৈরি করে। তারা প্রকাশনার জন্য কয়েক বছর ধরে একাধিক পুরস্কার জিতেছে। গত বছরের বিক্ষোভে কয়েক ডজন নিরাপত্তা কর্মীসহ কয়েকশো মানুষ নিহত হয়েছে এবং আমিনির মৃত্যুর পর বিদেশী দেশগুলোর দ্বারা প্ররোচিত দাঙ্গা হিসেবে সেটিকে লেবেল করে কয়েক হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে হত্যা এবং অন্যান্য সহিংসতার সাথে জড়িত বিক্ষোভ সংক্রান্ত মামলায় ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 67571.90 +474.46
NIFTY : 19979.15 +146.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °C	24.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.13 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

দাবদাহের ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু

ক্যালিফোর্নিয়া ঃ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের তীব্রতা এবং মারাত্মক তাপপ্রবাহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটাই নিউ নরমাল হয়ে উঠছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রতি বছর প্রতিরোধযোগ্য তাপসংক্রান্ত কারণে মারা যাওয়া কয়েক লাখ মানুষকে রক্ষা করার জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সরকারগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছে। ডব্লিউএমওর প্রতিরোধমূলক নীতিগুলো শহর এবং বাইরের এলাকার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো দুর্বল জনগণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা অবকাঠামো যেমন বিদ্যুৎ লাইন, রেফ্রিজারেশন ইউনিট, রাস্তা এবং রেললাইন যা প্রায়শই চরম তাপপ্রবাহের মধ্যে আটকে থাকে সেগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে কাজ করে। বৈজ্ঞানিক জার্নাল নেচার মেডিসিনে গত সপ্তাহে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত বছর ইউরোপে তাপজনিত কারণে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা নজিরবিহীন পর্যায়ে রয়েছে। তারা বলেন, যদিও এই বছরের ব্যাপক এবং তীব্র তাপপ্রবাহ উদ্বেগজনক, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তঃসরকারি প্যানেল আগামী দুই দশকে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার বেশি বাড়লে একাধিক বিপদের সতর্কবার্তা দিয়েছে। সারিসটো বলেন, তাপ সংক্রান্ত বেশিরভাগ মৃত্যু হিটস্ট্রোকের কারণে ঘটে না, বরং পূর্বে যে অসুস্থতায় তারা ভুগতেন তাপপ্রবাহের কারণে সে অসুস্থতায় তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। ডব্লিউএমও এবং আইএফআরসি একমত যে দ্রুত নগরায়ণ, উচ্চ তাপমাত্রার চরম বৃদ্ধি এবং বার্ধক্যজনিত জনসংখ্যার কারণে তাপ একটি দ্রুত বর্ধমান স্বাস্থ্য ঝুঁকি। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শহরাঞ্চলে বাস করে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এটি দুইতৃতীয়াংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভিডিও বার্তায় ভাগনারকে নতুন বার্তা দিলেন প্রিগোশিন

বেলারুশ ঃ ভাড়াটে সেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভাগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বলেছেন, ভাগনার সেনারা এখন আর ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেবে না। তাঁদের নজর এখন আফ্রিকায়। সেখানে 'নতুন যাত্রা' শুরুর প্রস্তুতি নেবে সেনারা।

গত মাসে রাশিয়ার সেনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর প্রিগোশিন কোথায় রয়েছেন, তা কেউ জানে না। অজ্ঞাত জায়গা থেকে ভাগনার সেনাদের উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন। গতকাল বুধবার টেলিগ্রামে এই ভিডিও বার্তা পোস্ট করা হয়েছে। বিদ্রোহের পর এটাই প্রিগোশিনের প্রথম ভিডিও বার্তা।

ভিডিওর শুরুতে সেনাদের উদ্দেশ্যে প্রিগোশিন বলেন, 'স্বাগতম ছেলেরা... বেলারুশের ভূখণ্ডে স্বাগতম।' এ কারণে ধারণা করা হচ্ছে প্রিগোশিন এখন বেলারুশে রয়েছেন। বিদ্রোহের পর রুশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা অনুযায়ী, তাঁর বেলারুশে চলে যাওয়ার কথা ছিল। সেই মোতাবেক ভাগনার সেনাদেরও বেলারুশে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

ভিডিও বার্তায় সেনাদের উদ্দেশ্যে প্রিগোশিন বলেন, 'আমরা সম্মানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তুমি রাশিয়ার জন্য অনেক কিছু করেছো। এখন যা ঘটছে, তা অসম্মানজনক। আমাদের এর সঙ্গে জড়িত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।'

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটিতে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করছিল ভাগনার সেনারা। তবে রুশ সামরিক নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ ছিল ভাগনারপ্রধান প্রিগোশিনের। এ অসন্তোষ থেকে গত ২৩ জুন বিদ্রোহ করে বসেন তিনি। রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্বকে উৎখাতের জন্য ইউক্রেন সীমান্ত থেকে মস্কোর দিকে অভিযান শুরু করেন তিনি। পথে কয়েকটি শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় ভাগনার। ভাগনারের নিয়ন্ত্রণে যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সেনা দপ্তর। প্রিগোশিনের বিদ্রোহের জেরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। পরবর্তী সময়ে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় অভিযান বন্ধের ঘোষণা দেন প্রিগোশিন। বলা হয়, প্রিগোশিনসহ ভাগনার সেনারা রাশিয়া ছেড়ে বেলারুশে চলে যাবেন। কিন্তু এর পর থেকে প্রিগোশিনের আর হদিশ মিলছিল না।

আলেক্সান্দার লুকাশেঙ্কো চলতি মাসের শুরুতে বলেছিলেন, প্রিগোশিন বেলারুশে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আবারও রাশিয়ায় ফিরে গেছেন। তখন থেকে প্রিগোশিনের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। তবে রুশ কর্তৃপক্ষের এক ভিডিওতে প্রিগোশিনকে বিদ্রোহের পর পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও দেখা গেছে।

এখন ভিডিও বার্তায় প্রিগোশিন তাঁর দলের সেনাদের বেলারুশের স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে এবং আফ্রিকা মহাদেশে কাজের জন্য শক্তি সংগ্রহ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। ২০১৮ সাল থেকে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, লিবিয়া এবং মালির অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ভূমিকা রেখেছিল ভাগনার গ্রুপের সেনারা। গত সোমবার মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভাগনারের কিছু সেনা দেশটিতে এসে পৌঁছেছে। এসব সেনা ৩০ জুলাই দেশটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সাংবিধানিক গণভোটের দিনে নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করবে।

ভারতে জি২০ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠক ঐকমত্য ছাড়াই শেষ হল

নয়া দিল্লি ঃ ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে মতবিরোধ মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় মঙ্গলবার ভারতে শেষ হওয়া জি২০ দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বৈঠকে ঐকমত্য হয়নি। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গান্ধীনগরে দুই দিনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমাদের এখনো মতৈক্য হয়নি। এই বছর গ্রুপের সভাপতি হিসেবে ভারত আলোচনার সারসংক্ষেপ ও ফলাফল নথি জারি করে সেখানে সারসংক্ষেপ এবং মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেছে। সারসংক্ষেপ অনুসারে, চীন এবং রাশিয়া যুদ্ধের উল্লেখ করা অনুচ্ছেদগুলিতে আপত্তি জানিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, এটি অপরিসীম মানবিক দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বিদ্যমান ভঙ্গুরতা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের অর্থমন্ত্রী বলেন, কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শস্য রফতানির অনুমতি দেওয়ার জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকার করায়, বেশ কয়েকটি জি২০ সদস্য দেশ রাশিয়ার নিন্দা করেছে। রাশিয়ার এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ওপর এর প্রভাব নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। খাদ্যের উচ্চ মূল্য ইতিমধ্যে সেখানে আরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সীতারমন বলেন, সদস্যরা সামগ্রিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত খাদ্য ও জ্বালানি ইস্যু, জলবায়ু অর্থায়ন এবং ঋণগ্রস্ত দেশগুলিকে কীভাবে সহায়তা বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, মূল বিষয়গুলিতে অগ্রগতি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন বৈঠক শুরুর আগে বলেন, ইউক্রেনে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য আমরা সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারি। সেপ্টেম্বরে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ইসরাইলে বিচারবিভাগীয় সংস্কারের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ

ইসরাইল ঃ ইসরাইলি সরকারের পরিকল্পিত বিচারবিভাগীয় সংস্কারের প্রতিবাদে জাতীয় প্রতিরোধ দিবসের ডাক দেওয়ার পর ইসরাইল জুড়ে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাস্তা অবরোধ করে, যান চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইসরাইলি সরকারের বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে হাজার হাজার ইসরাইলি মঙ্গলবার জাতীয় প্রতিরোধ দিবসে রাস্তায় নেমেছে। তারা সারা দেশে সড়ক অবরোধ করে এবং যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। ইসরাইলের মধ্যাঞ্চলে এক বিক্ষোভকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। যদিও পুলিশ বলছে, এটি একটি ট্রাফিক দুর্ঘটনা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ডানপন্থী সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রথম আইন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা প্রতিরোধ দিবসের ডাক দেয়।

একটি প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অধীনে, ইসরাইলের পার্লামেন্ট, কেনেসেট, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করতে সক্ষম হবে। আইনটি বেশ কয়েক মাস ধরে স্থগিত থাকার পর এই সপ্তাহে সরকার বলেছে যে তারা মাসের শেষে কেনেসেটের ছুটি শুরু হওয়ার আগে এটি পাস করতে চায়।

নেতানিয়াহু প্রথম সংস্কারের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই গত ছয় মাস ধরে বিক্ষোভ চলছে। কিন্তু এখন হাজার হাজার পাইলট, সাইবার ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞ, গোয়েন্দা কর্মী এবং এলিট কমব্যাট সেনা বলছেন, আইনটি পাস হলে তারা আর রিজার্ভ ডিউটিতে যোগ দেবেন না।

এই হুমকি ইসরাইলের মতো ছোট দেশটির যুদ্ধ প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষত যখন এটি উত্তরে হিজবুল্লাহ, গাজায় হামাস এবং ইসরাইলের বৃহত্তম কৌশলগত হুমকি ইরানের মুখোমুখি হচ্ছে। ইসরাইলের নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান অ্যাডমিরাল এলিজার মারোম ইসরায়েলি টিভি চ্যানেল আই২৪ নিউজকে বলেছেন, এই রিজার্ভিস্টরা ভুল করছেন। এই পদক্ষেপ সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ইসরাইলি সমাজে ঐকমত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করতে এবং কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে ওয়াশিংটনে যাওয়ার সময় এই বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিচার বিভাগীয় সংস্কার নিয়ে তার তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

বৈঠক

অসম সরকারের কর্মচারীদের জন্য রাজ্য সরকার এক পৃথক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ

মুখ্যমন্ত্রী লোক সেবক আরোগ্য যোজনা সম্পর্কে কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী লোক সেবক আরোগ্য যোজনা সম্পর্কে কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে কর্মচারীদের চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধ, চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আইটি পোর্টাল প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য সরকারি কর্মচারী সরকারি পেনশনার এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধের জন্য অসম সরকার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি আইটি পোর্টাল প্রস্তুতকরনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি কর্মচারী পেনশনার্স প্রমুখরা আইটি পোর্টালে তাদের চিকিৎসা ব্যয়ের যাবতীয় পরিশোধের নথিপত্র আপলোড করতে হবে। এর ফলে সরকারি কর্মচারী পেনশনার্স প্রমুখরা জেলা চিকিৎসালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, স্বাস্থ্য বিভাগের যুক্ত সঞ্চালাকলায়ের কার্যালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কে প্রযোজনীয় সহযোগিতা পেতে সক্ষম হবেন।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপারা স্থিত অসম প্রশাসনীয় পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লোক সেবক আরোগ্য যোজনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে তিনি বলেন অসম সরকারের কর্মচারীদের জন্য রাজ্য সরকার এক পৃথক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প প্রবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কর্মচারীরা বর্তমান লাভ করা চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধের ব্যবস্থা বজায় থাকবে। তিনি বলেন সরকারি কর্মচারীরা নতুন এই প্রকল্প বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করার সুবিধা লাভ করবেন। এক্ষেত্রে কোন ধরনের আপত্তি থাকলে কর্মচারী সংগঠনগুলো আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের মতামত রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন পরবর্তী পর্যায়ে কেবিনেটে এই সম্পর্কে অনুমোদন জানানো হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী কেশব মহন্ত, স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ সিং সহ এই বিভাগের শীর্ষস্থরের সরকারি আমলার আ উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে এ আলোচনা সভায় বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেছেন।

ডায়রিয়া ক্যাম্প আয়োজন করে, ডিভিসি কেটিপিএস

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কোডারমা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সিএসআর এর অধীনে ডায়রিয়া সচেতনতা মেডিক্যাল চেকআপ শিবিরের আয়োজন করা হয়ে। জয়নগর ব্লকের করিয়মা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিডল স্কুল, প্রাঙ্গণে। ডিজিএম সিএসআর প্রধান হরিশচন্দ্র সিং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অন্যদিকে, ডাঃ এ আর মিশ্র, ডাঃ বিকাশ কুমার স্কুলের শিশু ও গ্রামবাসীদের ডায়রিয়া সচেতনতা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি বলেন, সব সময় টাটকা খাবার, বিশুদ্ধ জল খান। আশেপাশের পরিস্থার পরিচ্ছন্নতা এবং সময়ে সময়ে হাত ধোয়া এবং টয়লেট ব্যবহারের পরে এবং খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলা হয়। অপরদিকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাদের ওষুধ সরবরাহ করা হয়। দুই গ্রামের প্রায় ১৫২ জনকে পরীক্ষা করা হয়। ক্যাম্পে প্রধান স্কুলের অধ্যক্ষ, জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।শিবির সফল করতে কেটিপিএস থেকে রবি কুমার, অশোক কুমার, কুলদীপ রাম, মুনিয়া দেবী সহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বনমহোৎসব উপলক্ষে ট্যাবলোর উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ বনমহোৎসব উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে উদ্বোধন করা হলো একটি ট্যাবলোর।শনিবার ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির হাসমি চকে এই ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়।এই ট্যাবলো আগামী সাতদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ রোধ সহ নানা বার্তা মানুষের সামনে তুলে ধরবে।বনমহোৎসব উপলক্ষে রাজ্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

২১শে জুলাই কে সামনে রেখে দেওয়াল লিখন করলেন কানাইয়ালাল আগারওয়াল

উত্তর দিনাজপুর ঃ একুশে জুলাই কে সামনে রেখে শনিবার দেওয়াল লিখন করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়াল। এদিন ইসলামপুর শহরের নিউ টাউন রোডে এই দেওয়াল লিখন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে দেওয়াল লিখলেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এদিনের এই দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন,উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জিৎ গাঙ্গুলী সহ অন্যান্য যুব নেতাকর্মীরা।

বাগডোগরার মুনি চা বাগান থেকে উদ্ধার ১১ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ

শিলিগুড়ি বাগডোগরার মুনি চা বাগান থেকে উদ্ধার হল ১১ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ। সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনকর্মীরা।শনিবার বাগডোগরার মুনি চা বাগানে ওই সাপটিকে দেখতে পায় স্থানীয়রা। তারপরেই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, সাপটির শারীরিক পরীক্ষার পর তাকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি পালন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি পালন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উঠে এলো পানীয় জলের সমস্যা সহ নানা অভিযোগ।শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি পালন করলেন মেয়র গৌতম দেব। ফোন মারফত শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন তিনি। এতেই এক ব্যক্তি নর্দমায় আবর্জনা থাকার অভিযোগ জানান, এক মহিলা পানীয় জল সমস্যার অভিযোগ জানান। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র গৌতম দেব।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জোড় হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ডাকাতির উদ্দেশ্যে জোড় হওয়ার অভিযোগে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের কাছে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে।শনিবার রাতে, গোপন সূত্রে খবরের বৈকন্ঠপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের কাছে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সেখান থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ আশরাফ, নিতাই রাজবংশী, সুব্রত সরকার, ও আলোক রায়। ধৃত চারজনকে শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোর শ্মশানের কাছ থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার বিশালাকার অজগর সাপ

শিলিগুড়ি বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোর শ্মশানের কাছ থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার বিশালাকার অজগর সাপ। সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনকর্মীরা।শনিবার বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোড় শ্মশানের কাছেওই সাপটিকে দেখতে পায় স্থানীয়রা। তারপরেই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোর শ্মশানের কাছ থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার বিশালাকার অজগর সাপ। সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনকর্মীরা।শনিবার বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোড় শ্মশানের কাছেওই সাপটিকে দেখতে পায় স্থানীয়রা। তারপরেই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ফুলবাড়িতে একটি বাস ও কনটেনারের সংঘর্ষ। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বাসযাত্রীরা

শিলিগুড়ি ফুলবাড়িতে একটি বাস ও কনটেনারের সংঘর্ষ। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বাসযাত্রীরা।শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি বাইপাস মোড় এলাকায়।জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাহী বাস শিলং থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল।বাসটি ফুলবাড়ি বাইপাস মোড় সংলগ্ন এলাকায় পৌছতেই উল্টো দিক থেকে আসা একটি কনটেনারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।ঘটনায় হতাহতের কোন খবর না থাকলেও বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বাসটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ড ও এনজেপি থানার পুলিশ। গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার থেকে একটানা লাগাতার ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের জাতীয় সড়ক ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সেবকের কাছে ধস নামলো

দার্জিলিং ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই একটানা ভারী বৃষ্টিপাত চলছে গোটা দার্জিলিং জেলা জুড়ে। একইভাবে গতকাল লাগাতার একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে শুক্রবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সেবকের কাছে ধস নামে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের। যদিও পড়ে ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের তরফে ধস ছড়িয়ে রাস্তা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে জানা গিয়েছে যেহেতু একটানা ভারী বৃষ্টিপাত চলছে ফলে রাস্তা স্বাভাবিক করতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

কাউন্টিং সেন্টারে হামলার ঘটনায় রায়গঞ্জের সাংসদ সহ বহু বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন BDO

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের কাউন্টিং সেন্টারে হামলার ঘটনায় রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী,বিজেপি উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজ এবং ১৬ নম্বর আসনের বিজেপি প্রার্থী বিভাষ বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন রায়গঞ্জ ব্লক নির্বাচনী আধিকারক তথা রায়গঞ্জের বিডিও শুভজিৎ মন্ডল। সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ৪৪৮, ৩৪১, ১৮৬, ৩৫৩, ৩৩২, ৩৪ IPC ধারায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারিকাজে বাধা দেওয়া, সরকারি কর্মীকে মারধর এবং সরকারি কাগজপত্র নষ্ট করার মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গেছে। রায়গঞ্জ ব্লকের নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মহন্ত জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪৪ ধারা জারি থাকা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘেরাটপ টপকে কিভাবে প্রচুর সংখ্যক লোক এই কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকে পড়ল সেই বিষয়ে বিএসএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডন্টের কাছে কৈফয়ত তলব করা হয়েছে।সমগ্র বিষয় নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কর্তারা নিরাপত্তা হীনতা বোধ করছে করছেন সুব্রতবাবু জানিয়েছেন।

অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, ব্লক নির্বাচন আধিকারিকের দায়িত্বে থেকে তিনি যেধরনের অনিয়ম বেনিয়ম৯ করেছেন তা তিনি করতে পারেন না। বিডিও আইনের হাত থেকে বাঁচতেই এধরনের মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

অভিযোগ, গননায় কারচুপির অভিযোগ তুলে গননা চলাকালীন বুধবার সকালে গননা কেন্দ্রে ঢুকে বিডিওর ঘরে চেয়ার টেবিল ভাংচুর করে কার্যত তান্ডব চলে বিজেপির কার্য্যকর্তাদের। দেবশ্রী চৌধুরী ও জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে ব্লক নির্বাচন আধিকারিককে মারধোর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের আক্রমনে বিডিও শুভজিৎ মন্ডলকে রায়গঞ্জ গভ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিল। বর্তমানে তার শারিরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। তারপরই সাংসদ সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাতে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও।

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভেঙে পড়ল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা দুটি বিশালাকার গাছ

শিলিগুড়ি ঃ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভেঙে পড়ল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা দুটি বিশালাকার গাছ। অল্পের জন্য রক্ষা পেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। বৃহস্পতিবার থেকে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে শিলিগুড়িতে। শুক্রবার সকাল থেকেও চলছে বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টিপাতের ফলে আচমকাই ভেঙে পড়ল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা দুটি বিশালাকার গাছ। অল্পের জন্য রক্ষা পেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকেলে। মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই গাছ কেটে সাফাইয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করলো স্বামী ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য রাত্রে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কোকরাজোত গ্রাম এলাকায়

শিলিগুড়ি স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করলো স্বামী ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য রাতে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কোকরাজোত গ্রাম এলাকায়। জানাই না যায় বেশ কয়েকদিন ধরে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল ।এই দিন রাতে ও তারা ফাঁসিদেওয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি মেলাতে ঘুরতে যান। বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়া করে পরিবারের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে রঞ্জিত সোরেন বোন লক্ষ্মী সোরেন ঘরের থেকে বেরিয়ে পড়ে তখনি রক্তাক্ত অবস্থায় কবিতা সোরেন বৌদিকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরেই চিৎকার শুরু করে দাদার হাতে ধারালো অস্ত্র দেখতে পেয়ে তাকে আটকে দেয়। এরপরেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় দাদা রঞ্জিত সোরেন।পরে থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে। এরপরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসে। আজ ময়নাতদন্তের জন্য। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। তবে সেই যুবক তার স্ত্রীকে এভাবে কুপিয়ে খুন করার ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে পরিবারসহ পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে। তবে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ

পাত্র পছন্দ করেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে সমস্যায় পড়েছিলেন ইংরেজবাজারের বাসিন্দা পেশায় ভ্যানচালক রাজেন বসাক

মালদা ঃ পাত্র পছন্দ করেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে সমস্যায় পড়েছিলেন ইংরেজবাজারের বাসিন্দা পেশায় ভ্যানচালক রাজেন বসাক। আর বিষয়টি জানতে পেরেই ধুমধাম আয়োজেনের মাধ্যমেই রাতারাতি ওই ভ্যানচালকের মেয়ের বিয়ের পর্ব সারলেন মালদার একটি সামাজিক গঠন মূলক সংস্থা । ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে ১৫০ জন বরযাত্রীর আপ্যায়ন থেকে শুরু করে প্রায় ৩০০ জন পাড়াপ্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ করে পাতপুড়ে খাসির, মাংস, মাছ, পোলাও, সবজি, দই, মিষ্টি খাওয়ালেন ওই সেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। বিয়ের আসরেই মালা বদলের সময় ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আতিথেয়তা ও সহযোগিতা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পাত্রী এবং তার পরিবার। দুইহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ওই সংস্থার পুরুষ এবং মহিলা সদস্যদের ।শুক্রবার রাতে এই বিয়ের আয়োজনটি সম্পন্ন হয় ইংরেজবাজার শহরের বাঁশবাড়ি সংলগ্ন শান্তিভারতী লজে। পেশায় ভ্যানচালক রাজেন বসাকের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার নুনবহি এলাকায়। এদিন কালিয়াচক থানার জালালপুর এলাকার এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বসাকের সঙ্গে ধুমধাম করে সামাজিক মতে বিয়ে হয় মিলি বসাকের।মালদা জাগরন সোসাইটি নামক সংস্থার সদস্য হিসাবে এদিনের দিনমজুরের বিয়েতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট চক্ষু পরীক্ষক অজিত দাস, অনিল কুমার সাহা, শিক্ষক আজিমুল ইসলাম, সিদ্ধার্থ দাস ও ইতি দাস প্রমুখ।সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সেইসব মানুষের আবেদনে সারা দিয়ে এই ধরনের সামাজিক কাজ মানুষের কাজ তাঁরা করে থাকেন। এটি ছিল তাদের ১০ তম বিয়ে। এদিন তাঁরা নিজ হাতে দায়িত্ব সামলিয়েছেন বাজার করা থেকে কন্যা বরযাত্রীসহ ১৫০ জনের অতিথি আপ্যায়নের। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, পোলাও, স্যালাড, মিক্সড ভেজ, বেগুনি, খাসির মাংস, মাছ, চাটনি, মিষ্টি দই। সংস্থার এক সদস্য ও শুভজিৎ দাস জানিয়েছেন, আমরা জানতে পারি নুনবহির বাসিন্দা রাজেন বসাক তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেও সম্পন্ন করতে পারছেন না, শুধুমাত্র অর্থের অভাবে। এরপরই সংস্থার পক্ষ থেকে পাত্রীর বিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ওই দিনমজুরের পরিবারকে সব রকম ভাবে সাহায্য করা হয়েছে।

ফের মালদায় ভোট পরবর্তী হিংসা। এবারে তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের মোড় ছয় জন আক্রান্ত

মালদা ঃ ফের মালদায় ভোট পরবর্তী হিংসা। এবারে তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের মোড় ছয় জন আক্রান্ত। আক্রান্তরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে সবার বিকেলে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত কাজী গ্রাম এলাকায়। জানা যায় আক্রান্তরা হল সাকিরুল মুমিন বয়স ৩২ বছর স্ত্রী সাহেদা বিবি (২৮)ও সাকিরুলের ভাই ঝন্টু মুমিন বয়স ২২ বছর। অপরপক্ষে তৃণমূল কর্মী দুঃখ মুমিন বয়স ৫০ বছর স্ত্রী বোয়া বিবি (৪৫) ও তাদের একমাত্র মেয়ে হাসিনা খাতুন বয়স (১৫)বছর। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায় কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী তারা বিবি তার হয়ে ভোট প্রচার করেছিলেন দুঃখ মমিন ও তার পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে নির্দল প্রার্থীর মুহিনুর বিবি হয়ে ভোট প্রচার করছিলেন সাকিরুলের পরিবারের সদস্যরা। ভোটে পরাজিত হয় নির্দল প্রার্থী। আর তার জেরে আজ বিকেলে তৃণমূল প্রার্থী ও তার কর্মীরা নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধোর করে সকলকে। খবর পেয়ে এই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে দুই দলের মোট ছয় জন সমর্থক মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

চা বাগানের ছেলে মেয়েদের দেওয়া হলো ফুটবল ও খেলার জুতো

জলপাইগুড়ি। সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণ দাস এর কাছে গাড়ি করে পৌঁছে গেলেন চা বলয়ের ছেলে মেয়েরা । খুঁদে খেলোয়াড়দের আবদার ফুটবল এবং খেলার জুতো।এলাকার দুস্থ চা বাগানের ছেলে মেয়েদের আবদার রাখলেন সমাজসেবী কৃষ্ণ দাস।ছেলেদেরকে দেওয়া হলো ফুটবল এবং মহিলাদের জন্য ফুটবল ও খেলার জুতো। এদের মধ্যে থেকে ছেলে মেয়ে ভালো খেলাধুলা করবে তাদেরকে আরো একদিন নিয়ে যাবে তিনি আশ্বাস কৃষ্ণ দাসের। বল ও জুতো পেয়ে খুশি চা বলয়ের খুদে খেলোয়াড়েরা। এহেন কাজে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু মানুষ।

বিহার থেকে কাজের জন্য উত্তর দিনাজপুরে যাওয়া যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ চাকুলিয়া থানার কামারশাল এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। পরিবার ও স্হানীয়দের অনুমান ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম জামুন সাহা। বাড়ি বিহারের কিষানগঞ্জের ধরমগঞ্জ এলাকায়। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে গোয়ালপোখরের বিপ্রীত এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতে গিয়েছিল ওই ব্যক্তি। শুক্রবার সকালে চাকুলিয়া থানার কামারশাল এলাকায় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে স্হানীয়রা। খবর দেওয়া হয় চাকুলিয়া থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে চাকুলিয়া থানায় ছুটে আসে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি ধরমগঞ্জ এলাকার স্থানীয় কাউন্সিলার। পরিবার ও স্হানীয় কাউন্সিলারের দাবি ওই ব্যক্তির পিছনে ধারাল অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। এবং তাকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। খুন না অন্য কোনো রহস্য তদন্ত শুরু করেছে চাকুলিয়া থানার পুলিশ

দেশের বিভিন্ন স্থানে জেলার নাম উজ্জ্বল করছে উত্তর দিনাজপুরের আনারস

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর বঙ্গের চোপড়ার আনারস পারি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের সুস্বাদু আনারস দিল্লি পাঞ্জাব হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে । প্রতিদিন চোপড়ার কাঁচা আনারস বড় বড় লড়িতে করে পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে । তবে আগের মতো আর আনারস চাষ হচ্ছে না চোপড়া এলাকায় । চাষিরা জানান,আনারস চাষে রাসায়নিক সারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় , সেই মতো আনারসের দাম না পাওয়ার কারণে অনেক চাষী আনারস চাষ কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে চোপড়া এলাকার কাঁচা আনারস দিল্লি লখনও হরিয়ানা পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে লরিতে করে । আনারস চাষী শাবেদ আলম জানান,এবারে প্রতি কিলো আনারস বিক্রি হচ্ছে ১৩ থেকে ১৭ টাকা দরে। গতবারের তুলনায় এবার দাম বেশি থাকলেও চাষিদের খরচ বেড়ে যাওয়ায় খুব একটা লাভ থাকছে না বলে জানিয়েছেন আনারস চাষীরা। তাই ধীরে ধীরে চোপড়াতে আনারস চাষ কমে গেছে ।

শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গ্যাস ট্যাঙ্কার ও সরকারি বাসের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ৬ যাত্রী

শিলিগুড়ি ঃ মহাকুমার ঘোষপুকুর সংলগ্ন ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপর গ্যাস ট্যাঙ্কার ও যাত্রীবাহী সরকারি বাসের সংঘর্ষ। এই ঘটনায় আহত ৬ জন। জানা গিয়েছে এদিন সকালে খারাপ অবস্থায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছিল গ্যাস ট্যাঙ্কারটি তখনই পেছনদিক থেকে একটি সরকারি যাত্রী বোঝায় বাস দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস ট্যাংকরের পেছনে ধাক্কা মারে এবং দুমড়ে মুছড়ে যায় বাসটি। দুর্ঘটনার পরেই গ্যাস ট্যাঙ্কার থেকে গ্যাস লিক করতে শুরু করে এবং গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে খবর দেয় দমকলকে এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নকশালবাড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে দুটি দমকলের ইঞ্জিন।

রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতদের স্বজনরা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন

কোচবিহার ঃ রবিশঙ্কর প্রসাদ যখন ফেক্ট ফাইন্ডিং টিমকে কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে যান তার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের পরিবার । রবি শংকর প্রসাদ বলেন, পরিবারের এই কান্না খুব স্বাভাবিক। তারা যখন হাসপাতালে ভর্তি তখন গ্রামে তাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ কোন রাজ চলছে? এটাই কি মা মাটি মানুষের রাজত্ব? এটা অনেক বড় গুরুতর ঘটনা। পুলিশের উচিত অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া। বলেছি তারা রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানান।

কারখানা থেকে জৈব সার নিয়ে ছত্রিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল একটি ট্রাক

শিলিগুড়ি কারখানা থেকে জৈব সার নিয়ে ছত্রিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল একটি ট্রাক।তবে মাঝ রাস্তাতেই বেপাত্তা হয়ে যায়।ট্রাক চুরির অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নেমে ট্রাকটিকে উদ্ধার করলো মাটিগাড়া থানার পুলিশ।ঘটনায় গ্রেফতার ১।ধৃতের নাম মনোজ মাহাতো।জানা গিয়েছে, গত ২১ জুন মাটিগাড়ার পাঁচকেলগুড়ির একটি কারখানা থেকে জৈব সার নিয়ে ছত্রিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রাকটি।এরপর গত ২৯ জুন এর পর মাঝ রাস্তায় ট্রাকটি বেপাত্তা হয়ে যায়।বহুবার খোঁজখবর নিলেও কোন খোঁজ না পাওয়া গেলে গত ৩ জুলাই মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।তদন্তে নেমে মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সাহায্যে ট্রাকটির খোঁজ পায় পুলিশ।গত ১২ জুলাই ঝাড়খন্ড থেকে ট্রাকটিকে উদ্ধার করা হয়।ট্রাক চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালককে।ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে রাতে শিলিগুড়িতে পৌঁছায় পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নির্বাচন নিয়ে দেশের পরিস্থিতি জানতে চান ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত

ঢাকা। আসছে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দেশের পরিস্থিতি কেমন যাবে সেটা ব্রিটিশ হাইকমিশনার জানতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

ওবায়দুল কাদের বলেন, তাদের (ব্রিটিশ হাইকমিশনার) বলা তো তারা বলবেই। কেউ নির্বাচনে যদি আসে এটা তার অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার, আমি তাকে জোর করতে পারব না অংশগ্রহণ করতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, আমেরিকানদের আমরা যা বলেছি, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আমরা যা বলেছি, আজকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার তাকেও ঠিক তাই বলেছি। আমাদের বক্তব্য অভিন্ন না। যেভাবে ইলেকশনটা হবে সে নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক দেশেই ইলেকশনের বিষয়টা সব গণতন্ত্রিক দেশে একই রকম। ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কন্ডাক্ট করে। আমাদের ইলেকশন কমিশন এক সময় সাবঅর্ডিনেট অফিস ছিল প্রাইম মিনিস্টার অফিসের। ইলেকশনের একটা অ্যাক্ট পার্লামেন্টে অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। এরপর ইলেকশন কমিশনের স্বাধীনতা, তাদের রেগুলেটরি, লিগ্যাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ারগুলো তাদের বেড়ে গেছে। তারা অনেক বিষয়ে স্বাধীন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের সংবিধান বলছে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে। এখন শেখ হাসিনার সরকার পাওয়ারে আছে। এই সরকার তখন রুটিন দায়িত্ব পালন করবে। শিডিউল ডিক্লেয়ারের পরপরই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে। তারা কোনো মেজর পলিসি ডিসিশন নিতে পারবে না বা করতে পারবে না। তারা শুধু রুটিন ওয়ার্ক করবে। আর ইলেকশন করার জন্য যে যে সহযোগিতা দরকার সেটা নির্বাচনকালীন সরকার দেবে।

আপনাদের বক্তব্য শোনার পরে তাদের কোনো বক্তব্য আছে কি না জানতে চাইলে কাদের গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, আলোচনা হলে যে রকম হয়, সে রকম আলোচনা হয়েছে। আমি বলেছি আমাদের বিষয়, হাইকমিশনার এসেছেন কিছু বিষয় জানতে, তিনিও জানতে চেয়েছেন আমাদের এবং নির্বাচন নিয়ে এ দেশে পরিস্থিতিটা কেমন যাবে? এসব কিছু আলোচনায় স্বাভাবিক কারণে এসে গেছে। তিনি বলেন, আমি একটা বিষয় এখানে বলতে চাই, আমরা মেইন অপজিশন এবং আওয়ামী লীগ ডিসেম্বর থেকে এই ঢাকা শহরে অনেক সভাসমাবেশপদযাত্রা করেছে এবং আমরাও শান্তি সমাবেশ করেছি। গতকালও তাদের পদযাত্রা ছিল, আমাদের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে অপজিশনের সঙ্গে ঢাকা শহরে এ যাবৎকালে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে মিটিং অনেকগুলো হয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কখনো কোনো সংঘাত, কোনো প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। যেটা হয়েছে গত কয়েক দিনে হঠাৎ করেই কিছু কিছু জায়গায় সংঘাতসংকুল অবস্থা হয়েছে। কোথাও আমাদের অফিস পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে। তাদেরও কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে। লক্ষ্মীপুরে তাদের একজন মারা গেছে সেটা তারা দাবি করে এবং সেটা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতের জেরে। চট্টগ্রামে গতকাল দুএকটা ঘটনা ঘটেছে। এ রকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। এখন এটার জন্য সরকারের যা করা দরকার, সরকারের পক্ষ থেকে বলা আছে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথে কোনো বাধা বা উসকানিমূলক কোনো কর্মকাণ্ড তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাদের অবশ্যই ছাড় দেওয়া যাবে না। ক্রিমিনাল অফেন্ডার তো ছাড়া পেতে পারে না!

কাদের যোগ করেন, বিএনপি কথাও কথাও বলে, তাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। এর তো কোনো প্রমাণট্রমাণ কখনো দেখিনি। মির্জা ফখরুল বারবার বলেন, তাদের ১১ হাজার পর্যন্ত উঠে গেছে। এই ১১ হাজারের তালিকাটা তিনি দয়া করে দেবেন কি? যে ১১ হাজার লোকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। প্রতিদিনই এই সংখ্যাটা কেবল বেড়েই চলেছে। আমরা রুলিং পার্টি, শান্তিতে দেশটা চলবে, শান্তিপূর্ণ ইলেকশনটা হবে এটাই তো আমাদের চাওয়া হবে। এর ব্যত্যয় হোক এটা তো আমরা চাইবো না! এই দেশে অশান্তি হলে ক্ষতিটা আমাদের। ইলেকশনের ক্ষতি। আমরা সেই অশান্তি কেন ডেকে আনব? গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, তাদের (ব্রিটিশ হাইকমিশনার) বলা তো তারা বলবেই। কেউ নির্বাচনে যদি আসে এটা তার অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার, আমি তাকে জোর করতে পারব না অংশগ্রহণ করতে। যে অংশগ্রহণ করবে, করবে। তারা যে শর্ত জুড়ে দিচ্ছে সেটা তো সংবিধানের বাইরে, বিরুদ্ধে। কীভাবে আমি মেনে নেব?

প্রতি বছরের ন্যায় নিয়মিতভাবে এবারও বর্ষায় রাস্তা দিয়ে চলাচলের অযোগ্য

জলপাইগুড়ি ঃ জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের রাজমাতা বাড়ি গ্রামের রয়েছে রেলওয়ে আন্ডার পাস। প্রতি বছরের ন্যায় নিয়মিতভাবে এবারও বর্ষায় রাস্তা দিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে রাস্তা যেন নদীতে পরিণত হয়েছে। বহুবার রেলওয়ে আধিকারিক কে লিখিত জানিয়েও কিন্তু এই রাস্তায় কোন কাজ করা হয়নি, নিকাশি ব্যবস্থা বলতে রয়েছে ছোট্ট একটু ড্রেন। কিন্তু এই রাস্তায় জল আসে বহুদূর থেকে নিকাশি ব্যবস্থা সংরক্ষণ না করলে এলাকা দিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।। বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে যে গ্রামের যোগাযোগ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে এই রাস্তার জন্য

ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গে আগামী ২ দিন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার,কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।সকাল থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে শিলিগুড়ির একাধিক এলাকা।একটানা বর্ষণের ফলে শিলিগুড়ি পূর্ব চয়ন পাড়া,নরেশ মোড় থেকে শান্তি নগর,হায়দার পাড়া,মিলন পল্লি,হাসপাতাল মোড়,কলেজ পাড়া,শক্তিগড় সহ একাধিক এলাকা।শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা।প্রতিবছর বর্ষায় একই পরিস্থিতি হয় এই এলাকায়।প্রায় হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছে ওই এলাকায়।তাতেই সমস্যায় পড়েছে পথ চলতি মানুষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের।জল সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়েও সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করল স্থানীয়রা।পাহাড় ও সমতলে লাগাদার বৃষ্টিপাতের ফলে জলস্তর বৃদ্ধি পায় মহানন্দা,তিস্তা নদীতে।বিপদসীমার উপর দিয়ে জল প্রবাহের জন্য ফুলবাড়ীর মহানন্দা ব্যারেজের কন্ট্রোলরুম থেকে সাইরেন বাজিয়ে শতর্ক করা হয় গ্রামগুলিকে।

আলিপুরদুয়ার এশিয়ান হাইওয়ের সড়কের পঞ্চাশ মিটার অংশ প্রবল জলের স্রোতে ভেঙ্গে গল

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকেরয়বিবাড়ি এলাকায় গোবরজদি সেতুর সংযোগ কারী এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের পঞ্চাশ মিটার অংশ গতকাল প্রবল জলের স্রোতে ভেঙ্গে গিয়েছিল । বর্তমানে ভুটান গামী সড়কে যোগাযোগ প্রায় বন্ধ ।বৃষ্টি কম হওয়ায় গোবরজদি নদীর জলস্তর অনেক কমেছে বর্তমানে নদী পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছে জনগণ । গাড়ি চলাচল একেবারেই বন্ধ । সমস্যায় পড়েছে সাধারণ জনগণ ।সমস্যায় পড়েছে এলাকার বাসিন্দারা।বর্তমানে গোবরজদি জলস্তর কমে যাওয়ায় গোবরজদি নদী হয়ে চলছে যাতায়াত । যদিও ভাঙ্গা সড়ক দ্রত গতিতে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

পথ অবরোধ বাসিন্দাদের। বৃষ্টির জল বাড়িতে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগ

জলপাইগুড়ি ঃ বাড়ির ঘরের ভেতরে জল জল ঢুকে যাওয়ায় পথ অবরোধ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোড। জল নিকাশী ব্যবস্থাকে যাই করে পদ অবরোধে শামিল এলাকার বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সঞ্জয় নগর কলোনি এলাকার বৃষ্টির কারণেবহু বাড়িতে এলাকার ড্রপন পরিস্কার না করা দরুন জল ওভারফ্লো হয়ে বাড়িতে এবং ঘরে ঢুকে যাওয়ায় সকাল থেকে রান্না বন্ধ। চরম দুর্ভোগকে এলাকার বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় থেকে মাসকলাইবাড়ি যাওয়ার রাস্তা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে গেটের সামনে পথ অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা রায়ুত। এরই পাশাপাশি জলপাইগুড়ি পৌরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ মিত্র কলোনি করলা নদী সংলগ্ন এলাকায় জল ঢুকে যাওয়ায় সমস্যা বাসিন্দারা। সকাল থেকে এলাকা পরিদর্শনে কাউন্সিলর পৌষালী দাস। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৌশালী দাস জানান, জল ও শুকনো খাবারের পাশাপাশি কমিউনিটি হল ফ্ল্যাট সেঃটার খুলে দেয়া হয়েছে।

বুলগেরিয়ার পোমাকদের ঐতিহ্যবাহী বিয়ের অনুষ্ঠান

বুলগেরিয়া ঃ বুলগেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের রডপি পর্বতমালায় অবস্থিত রিবনভো গ্রামের মানুষেরা মনে করেন, তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যটা অনন্য। তাই তারা একে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে আবেদন করেছেন। প্রায় আড়াই দিন ধরে বিয়ের অনুষ্ঠান চলে। এই সময়ে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রীতি, অভ্যর্থনা ও নাচে অংশ নেন হবু বর ও কনে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা কনের যৌতুক কাঠের ফ্রেমে ঝুলিয়ে দেন। বিশেষ করে কম্বল, বিছানার চাদর, লাল হারেম প্যাংট ইত্যাদি। গ্রামবাসীর দেখার জন্য এটি করা হয়। দ্বিতীয় দিন বিয়ের মিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এদিন অনুষ্ঠানে আরো অনেককিছু হয়। নবদম্পতিকে উপহারের টাকা দিয়ে সাজানো হয়। পুরো গ্রাম অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। রিভনভোর মানুষেরা তাদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত। কারণ, তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য অনন্য। তাই তারা ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হতে আবেদন করেছে। ইউনেস্কো অ্যাপ্লিকেশন ইনিশিয়েটিভের মুস্তফা আমিন বলেন, ''এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, রিভনভোর বিয়ের অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যকে বুলগেরিয়া ও ইউনেস্কো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিক। তাহলে বুলগেরিয়ার অন্য সম্প্রদায়ের মতো আমরাও পরিচিত হয়ে উঠতে পারবো।''

কনের বাড়িতে গেলিনা নামে একটি অনুষ্ঠান হয়, যা বিশুদ্ধতা আর নতুন শুরুর প্রতীক। সেই সময় কনেকে খুব নিখুঁতভাবে, দক্ষতার সঙ্গে সাজানো হয়। প্রাচীনকাল থেকে এটা চলে আসছে বলে জানা যায়। এরপর বাড়ির সামনে জড়ো হওয়া মানুষদের সামনে কনেকে হাজির করানো হয়। ঐতিহ্য মেনে এই সময় তাকে চোখ বন্ধ রাখতে হয়।

কোচবিহারে রাজনৈতিক সংঘর্ষের তদন্তে পৌঁছাচ্ছে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল

কোচবিহার ঃ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারংবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহার। রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত হয়েছে বহু বিজেপি কর্মী। মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীর। সেই সমস্ত বিজেপি কর্মী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এবং কথা বলতে কোচবিহারে এসে পৌঁছেছে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদ এর নেতৃত্বে এই ফ্যাট ফাইন্ডিং টিম আজ কোচবিহারে এসে মৃত বিজেপি কর্মী জয়ন্ত বর্মনের স্ত্রী সহ দিনহাটার কাল মাটি এলাকায় গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। একই সঙ্গে আজ কোচবিহারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম এর সদস্যরা। একই সঙ্গে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয় এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মৃত বিজেপি কর্মী মাধব বিশ্বাসের বাড়িতে ও যাওয়ার কথা রয়েছে এই টিম এর।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং লোন প্রদান নিয়ে এক ব্যবসায়িক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃকেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং লোন প্রদান নিয়ে এক ব্যবসায়িক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় একটি একটি রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকের উদ্যোগে আযোজন করা হয়েছিল আলোচনা সভার। উপস্থিত ছিলেন ওই ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান সহ শিল্পদ্যোগী এবং ব্যবসায়ীরা। জেলায় নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান, রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের লোন প্রদান নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় এদিন। এদিনের এই সভায় বিভিন্ন শিল্পদ্যোগীদের মাঝে ঋণপত্র প্রদান করেন ওই ব্যাংকের আঞ্চলিক মহা ব্যবস্থা কারক উজ্জ্বল কুমার চন্দ্র। এদিকে যারা নতুন শিল্প উদ্যোগী শিল্প স্থাপন করতে ব্যাংকের সহায়তা গ্রহণের জন্য সেংট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় তাদের প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন জেলা ব্যবসায়ী নেতা তথা বিশিষ্ট শিল্পদ্যোগী উজ্জ্বল সাহা।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কারচুপির নানা নমুনা

কলকাতাঃ ভোট গণনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও নির্বাচনে অনিয়মের নানা নমুনা সামনে আসছে। এ নিয়ে মামলা হচ্ছে অগুনতি। শাসকের অস্বস্তি বাড়িয়ে কালকের মেগা সমাবেশের আগে ফের বিস্ফোরক বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণনাতে বিপুল কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনার হাবরার একটি পঞ্চায়েতে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। মোট ভোটারের থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন জয়ী তৃণমূল প্রার্থী। বুথে মোট ভোটার ১ হাজার ৪৮৮ জন। অথচ সেখানে জয়ী প্রার্থী পেয়েছেন ১ হাজার ৫৩০ ভোট! এই পঞ্চায়েতের আর একটি বুথের পরিসংখ্যানেও উঠে এসেছে একই ধরনের তথ্য। এমন অনিয়মের নানা অভিযোগে মামলা হচ্ছে আদালতে। কোথাও মোট ভোটারের থেকে বাড়তি ভোট পড়ার অভিযোগ। গণনা কেন্দ্রের ভিতরে শাসকদলের বিধায়কের চাপে ভোটের ফল বদলেরও অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে এক জয়ী বিজেপি প্রার্থীকে তৃণমূলের নামে শংসাপত্র দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

একই সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় পাওয়া যাচ্ছে ছাপবিহীন ও ছাপযুক্ত ব্যালট পেপার। ভোট গণনার এক সপ্তাহ পর পাওয়া গিয়েছে নির্বাচন কর্মীদের 'সিল' করা ব্যালট বাক্স।

বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এই কারচুপি করেছে শাসক দল। এক্ষেত্রে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিওদের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট একাধিক বিডিওকে তলব করেছে। এ ব্যাপারে হলফনামা দিতে বলা হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আগামীকাল, শুক্রবার বিভিন্ন ব্লকে বিডিও দপ্তর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। বুধবার কলকাতায় আযোজিত মিছিল থেকে এই ঘোষণা করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিডিওরা এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার। তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পর্যবেক্ষক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমলাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার কথা। তারা শাসক দল ও প্রশাসনের নির্দেশে কাজ করছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর।

শুধু জেলায় নয়, কলকাতার লাগোয়া পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আধুনিক উপনগরী নিউটাউনের বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, তারা নির্বাচনের দিন ভোট দিতে পারেননি।

এলাকার বাসিন্দা, সিপিএম নেতা সপ্তর্ষি দেব বলেন, বহিরাগতরা এসে ভোটারদের রুখেছে। ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। ভোট দিতে চাইলে তাদের শাসানো হয়েছে। নিউটাউন নাগরিক বৃন্দ এর প্রতিবাদে পথে নেমে মিছিল করেছেন। তৈরি করেছেন মানববন্ধন।

বিধাননগর লাগোয়া পঞ্চায়েতের একটি বুথে ভোট বয়কট করেছিলেন স্থানীয়রা। গণনায় দেখা যায়, ওই বুথে পড়েছে ৯৫ শতাংশ ভোট। এ নিয়ে মামলা হয়েছে হাইকোর্টে। রাজ্য পুলিশের ডিজিকে রিপোর্ট দিতে বলেছে আদালত। 'ভূত' কি ভোট দিয়ে গেল, এমনই প্রশ্ন তুলেছেন ভোটাররা।

নানা অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ ওঠায় আদালত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তাদের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জেলাশাসকদের বলেছে, জয়ীদের ভাগ্য নির্ভর করবে আদালতের চূড়ান্ত রায়ের উপর।

যদিও এ প্রসঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, অতীতে দেখা গিয়েছে, আদালত ভোট বাতিল করে না। করলেও সেটা ব্যতিক্রমী উদাহরণ। কমিশনকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে আদালত, তাদের উপর সিদ্ধান্ত ছাড়তে পারে।

শুক্রবার তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ। তাতে যোগ দিতে কলকাতায় এসে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচন নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর।

ভরতপুরের বিধায়ক বলেন, এত মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ। এবার জঘন্যতম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। এমনকী বিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, আগামীকাল বিজেপি যে বিডিও অফিস ঘেরাও করবে, তা ন্যায্য।

হুমায়ুনের বক্তব্যে তৃণমূল নেতৃত্ব অসন্তুষ্ট। মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেছেন, দল তাকে বিধায়ক করেছে, মন্ত্রী করেছে। দলের অনুশাসন মেনে চলা উচিত। এ সব দলবিরোধী কাজকর্মের সামিল।

তৃণমূলের দুই সিনিয়র বিধায়কও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বরাহনগরের তাপস রায় ও কামারহাটির মদন মিত্রের কথায়, পুলিশের একাংশ তাদের ভূমিকা ঠিকভাবে পালন করেননি। তাই এতো গন্ডগোল হয়েছে। নির্বাচন পর্বে এতো বেশি সংখ্যায় তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বিজেপির কটাক্ষ, এর দায় নিতে হবে রাজ্য সরকারকেই। তারা সহিংসতা রুখতে ব্যর্থ।

শিচু বাগান থেকে এক যুবকের ঝলসানো দেহ উদ্ধার

মালদাঃ শুক্রবার, লিচু বাগান থেকে এক যুবকের ঝলসানো দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও কয়েকজন। বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ বলে প্রাথমিক তদন্তে দাবি পুলিশের। ঘটনাস্থল থেকে বোমা তৈরির সরঞ্জামও উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের কালিয়াচকের চাঁদপুর গ্রাম। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বাড়ি। বোমা তৈরির অভিযোগকে ঘিরে হইচই পড়েছে জেলায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। বিস্ফোরণে মুকুলেশর রহমানের মৃত্যু হয়। আহত কয়েকজন। ঘটনাস্থলে মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতের বাড়ি ভগবানপুর গ্রামে।

দূর্গা পূজায় স্মৃতিথিমের মধ্যে এবারও তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

শিলিগুড়ি ঃ দেশবন্ধুপাড়ার সুব্রত সংঘ শহরবাসী কে শারদ উৎসবে প্রতি বছর নুতন কিছু উপহার দেন।এবারের ৬৬ তম বর্ষের মন্ডপসজ্জার কাজ খুঁটি পূজার মধ্যদিয়ে শুরু হলো।প্রতি বছর পরিবেশের সচেনতার নানান বার্তার দিয়ে থাকেন।এবারও তাঁর কোন ব্যাতিক্রম হবেনা স্মৃতিথিমের মধ্যে এবারও তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

সম্পাদকীয়

ক্রিমিয়ায় ইউক্রেনের সফল হামলা, প্রকাশ হলো পুতিনের দুর্বলতা

ইউক্রেনের উপদ্বীপ ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার মূল ভূমির সংযোগ স্থাপনকারী কার্চ প্রণালির ওপর সেতুটি ১৭ জুলাইয়ের হামলায় গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি নৌড্রোন হামলার সফল দৃষ্টান্ত। এ হামলার ব্যাপারে কিয়েভ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু জুন মাসের শুরু থেকে ইউক্রেন যে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে, সেই অভিযানে তারা যে রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ লাইনে আঘাত করতে পেরেছে, এটা তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই হামলার প্রতীকী গুরুত্বও অনেক। কেননা, অধিকৃত একটি ভূখণ্ডে রাশিয়ার নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছে এ ড্রোন হামলা। কার্চ প্রণালির ওপর অবস্থিত সড়ক সেতুটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে সেতু ও সেভাস্তোপল বন্দর লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি হামলা চালানো হয়। কিন্তু সেই হামলাগুলো সফলভাবে নিশানায় আঘাত হানতে পারেনি। সেভাস্তোপল বন্দর কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি। ১৭ জুলাইয়ের হামলায় সড়কসেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রেলসেতুটির ক্ষতি হয়নি। তবে সড়কসেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সড়কপথে যোগাযোগে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। গত বছরের

অক্টোবর মাসে আরেকটি হামলায় কার্চ সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে সময়ের মতো এবারও সেতু সংস্কার করে চালু করবে তারা। কিন্তু সংস্কারের জন্য সময় লাগবে। গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য চলাচল সীমিত হয়ে যাওয়ায় তারা ঠিকই বুঝতে পারছে, এ যুদ্ধে তাদের মূল্য চুকাতে হচ্ছে। চার সপ্তাহ আগে ইউক্রেন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে নেওয়া চানহার সেতুতেও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল। এখানেও সড়ক ও রেলসেতু পাশাপাশি অবস্থিত। চানহার সেতুটি ক্রিমিয়ার সঙ্গে খেরসনের যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ইউক্রেনের হামলা থেকে ক্রিমিয়াকে রক্ষা করতে পারার বিষয়টি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে পুতিনের বিরাট দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। তাঁর সরকারের ক্ষমতা নিয়ে যে যে মিথ প্রচলিত, তার মূলে গিয়েও আঘাত করে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ক্রিমিয়া ক্রেমলিনের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইউক্রেন দাবি করেছে, তারা ঘটনাক্রমে একদিন ক্রিমিয়াকে আবার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবে। তাদের এই দাবি আরও কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল। কারও কারও কাছে মনে হতে পারে, কৌশলগত দিক থেকে কম তাৎপর্যসম্পন্ন এসব স্থাপনায় হামলা প্রতীকী হামলা। বিশেষ করে ইউক্রেনে রাশিয়ার অধিকৃত এলাকায় বহু প্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণ যখন চলছে, তখন এ ধরনের হামলার গুরুত্ব কী, সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। কিন্তু এই হামলাকে বড় প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে হবে। রাশিয়ার সরবরাহ রেখা বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে এ হামলা করা হয়েছে। পূর্ব ইউক্রেনে রুশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে পরাস্ত করতে হলে এক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত সরবরাহ রেখা ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপট থেকে ক্রিমিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কার্চ প্রণালি ও চানহার সেতু দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ইউক্রেনের যোগাযোগ রক্ষা হয়। মস্কো থেকে দক্ষিণ খেরসন অঞ্চলে রসদ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ। খেরসন এবং আরও পূর্ব দিকে রাশিয়ার অধিকৃত ইউক্রেনের জাপোরিঝঝিয়া ও দোনেৎস্ক অঞ্চল ক্রিমিয়ায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও সেখানকার খামারশিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত জুন মাসে নোভা কাখোকভা জলবিদ্যুৎ বাঁধ ধ্বংসের পর ক্রিমিয়ার পানির সরবরাহ এমনিতেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ অবৈধভাবে দখলে নেওয়ার পর রাশিয়া সেখানে বিপুল সেনা মোতায়েন করে। এরপরও রাশিয়ার সেনারা সেখানে পুতিনবিরোধী একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছ থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হয়। জুন মাসে রাশিয়ার পাল্টা আক্রমণ শুরুর পর ক্রিমিয়ায় রুশ স্বেচ্ছাসেবক ও আদিবাসী তাতারেরা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে আগস্ট মাসে খেরসন অঞ্চলে রুশ বাহিনী ইউক্রেনীয়দের আক্রমণে যখন পিছু হটেছিল, সে সময়ও ক্রিমিয়ার এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ক্রিমিয়াসহ ইউক্রেনের অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য একই ধরনের দুর্বল জায়গা রয়েছে। গত ২২ জুন চানহার সেতু ও ১৭ জুলাই কার্চ প্রণালিতে হামলা এ বিষয়ই সামনে নিয়ে এল।
যে সময়ে এই দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল, সেটাও প্রতীকীভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

তরুণ্যনির্ভর দেশগুলো জনমিতির সুযোগ কতটা কাজে লাগাতে পারবে?

বিশ্বের জনমিতিতে পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইউরোপে কমছে মানুষ। চীনেও। তাকে টেক্কা দিয়ে ভারত এবার সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখছি, তা জনমিতির পরিবর্তনের শুরু কেবল।
২০৫০ সালের মধ্যে পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের ৪০ ভাগের বেশি জনগোষ্ঠীর বয়স হবে ৬০-এর ওপরে। এই প্রক্ষেপণ জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য। এ সংখ্যা ফ্লোরিডার বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যার দ্বিগুণ। বলে রাখা ভালো, ফ্লোরিডাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্তদের রাজধানী। বিপুলসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত মানুষ ক্রমে কমতে থাকা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

লরেন লেদারবি
প্রাবন্ধিক

কোনো দেশের এভাবে বুড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এর আগে আর ঘটেনি।
ফলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন, ধনী দেশগুলো যে বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা এত দিন পেয়ে এসেছে, যেমন অবসর ভাতা, অবসরের বয়স ও কঠোর অভিবাসন নীতিটিকে থাকতে হলে এখন এগুলোর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আজকের দিনের ধনী দেশগুলো নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক জিডিপিতে অবদান রাখছে সামান্যই। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও অন্যান্য শীর্ষ অর্থনীতির দেশের জন্য এ এক বিশাল পরিবর্তন। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছিল।
এই দেশগুলো ইতিমধ্যেই বুড়িয়ে যেতে বসেছে। জাতিসংঘের প্রক্ষেপণ বলছে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী দ্রুতই দেখা যাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ভূরাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যে নতুন রূপ দিতে পারে।
নানা বিবেচনায় বলা যায়, এই বুড়িয়ে যাওয়া পৃথিবী উন্নয়নের বিজয়ের ফল। মানুষ এখন দীর্ঘ জীবন পাচ্ছে, পাচ্ছে সুস্বাস্থ্যও। ধনী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্তানসংখ্যাও কমে আসছে।
অনেক দরিদ্র দেশের জন্য এই পরিস্থিতি বিরাট সুযোগ তৈরি করেছে। যখন জন্মহার কমে, তখন দেশগুলো জনমিতির লভ্যাংশ ভোগ করে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ে এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও কমে। ছোট পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পারেন। নারীরাও কাজে যোগ দেন। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।
জনসংখ্যা কোনো নিয়তি নয় এবং এর লভ্যাংশও স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে না। কর্মহীন তরুণেরা প্রবৃদ্ধির বদলে অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে। যখন এই তরুণেরা বৃদ্ধ হবে, তখনো ধনী দেশগুলোর মানুষ ভালো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুফল পাবেন এবং আরও লম্বা সময় ভালোভাবে জীবন যাপন করবেন।
তবে বয়স নিয়ে অর্থনীতির যে যুক্তি, তা পুরোপুরি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ডেমোগ্রাফিক রিসার্চের পরিচালক মিক্কো মিরসকিল বলেন, 'এই পরিবর্তনগুলোয় কারও বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সবাই বিস্মিত হয়।'
মিরসকিল বলেন, বৈশ্বিক পর্যায়ে মূল

চ্যালেঞ্জ হলো বণ্টনের। কোনো কোনো জায়গায় বয়স্ক মানুষের আধিক্য থাকবে। আবার কোনো কোনো জায়গায় তরুণদের আধিক্য থাকবে। তাই যৌক্তিক হবে আরও ব্যাপকভাবে সীমান্তকে খুলে দেওয়া। আর দক্ষিণপন্থী জনতুষ্টিবাদী কার্যক্রম যেখানে আছে, সেখানে এই উদ্যোগ নেওয়া অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন হবে।
অন্য নবীন দেশগুলোর মতো কেনিয়াতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জন্মহার কমেছে। ৫০ বছর আগে গড়ে একজন নারীর আটটি সন্তান জন্ম নিত। গত বছরে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় গড়ে তিনজনে। জনমিতি বিবেচনায় কেনিয়ার এখনকার অবস্থাকে মধ্য সত্তরে কোরিয়ার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেহেতু কেনিয়ার অর্থনীতি একটি ঐতিহাসিক উল্লম্ফন প্রত্যক্ষ করছে এখন। দেশটির জনসংখ্যার হার অবশ্য কমছে কিছুটা ধীরেই। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশের জনমিতির চেহারা এখন কেনিয়ার মতোই। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ইতিবাচক।
গত শতকের শেষভাগে আমরা এমনই উল্লম্ফন দেখেছি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে। ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ছিল দেশগুলোয়। তারা জনমিতির পরিবর্তনের এই লভ্যাংশ অনেকটাই ভোগ করে ফেলেছে। কারণ, ২০৫০ সাল পর্যন্ত যারা বেঁচে থাকবে, তাদের জন্ম হয়ে গেছে।
তবে প্রক্ষেপণ সব সময় ঠিক নাও হতে পারে। যেমন সাবসাহারা অঞ্চলে জন্মহার কমছে জাতিসংঘের যে প্রক্ষেপণ, তার চেয়েও দ্রুত হারে। এর অর্থ ২০৫০ সালে আফ্রিকার এই দেশগুলোর অবস্থান প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হবে।
কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর এই বাড়বাড়ন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে উল্টো ফল বয়ে আনতে পারে। এ জন্য দরকার সঠিক নীতি। যদি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণের শিক্ষার সুযোগ না থাকে, তবে বেকারত্ব দেশের স্থিতিশীলতা নষ্টের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। কারণ, হতাশ তরুণেরা ভালো সুযোগের আশায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা সশস্ত্র গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটাতে পারে।
ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ড ইনিশিয়েটিভে কাজ করেন ক্যারোলাইনা কার্ডোনা। জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ ক্যারোলাইনা বলেন, 'যারা শ্রমবাজারে ঢুকতে যাচ্ছে, তাদের জন্য যদি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে জনমিতির লভ্যাংশ পাওয়া যাবে না।'
এজিং এশিয়া রিসার্চ হাবের পরিচালক ফিলিপ ও কিফি বলেন, গত কয়েক দশকে পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলোয় তরুণ জনগোষ্ঠীর আধিক্য ছিল, তাদের ভালো প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা ছিল। বিশ্বের অন্যান্য অংশে, যেমন লাতিন আমেরিকার কিছু দেশের জনসংখ্যার প্রকৃতি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মতো। ও কিফি বলছেন, কিন্তু ওই দেশগুলো প্রবৃদ্ধিতে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ধারেকাছেও নেই। জনসংখ্যা হলো কাঁচামালের মতো। কাঁচামাল যখন ভালো নীতির সঙ্গে মিলবে, তখনই লভ্যাংশ নিশ্চিত হবে।
শুধু যে তারুণ্যনির্ভর দেশগুলোই এখন এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি, তা নয়। ধনী দেশগুলোয় পরিবর্তন সবে শুরু হয়েছে। যদি এই দেশগুলো কমতে থাকা শ্রমশক্তির দিকে নজর না দেয়, ধীরে ধীরে তাদের ভালো থাকা বা অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে টিকে থাকার সক্ষমতা কমতে থাকবে।
জাতিসংঘের জনসংখ্যাবিষয়ক প্রক্ষেপণ বলছে, বয়োবৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে থাকা দুই দেশ দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালিতে ২০৫০ সাল নাগাদ যথাক্রমে ১৩ মিলিয়ন ও ১০ মিলিয়ন পর্যন্ত কর্মক্ষম জনশক্তি কমবে। চীনে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমবে ২০০ মিলিয়ন পর্যন্ত। অনেক দেশের জনসংখ্যাই এত নয়। এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বুড়িয়ে যেতে বসা ধনী দেশগুলোকে অবসর ভাতা, অভিবাসন নীতি এবং বার্ধক্যে জীবন কেমন হতে পারে, সে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।
পরিবর্তন সহজে আসবে না। ফ্রান্সে অবসরের বয়স ৬২ থেকে মাত্র দুই বছর বাড়িয়ে ৬৪ বছর করায় ১০ লাখের বেশি মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন। মানিয়ে নেওয়া যে কঠিন, সে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে এতে। পশ্চিম এবং পূর্ব এশিয়ার বুড়িয়ে যেতে বসা দেশগুলোয় অভিবাসন নিয়ে ভীতি দক্ষিণপন্থী প্রার্থীদের প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়িয়ে দিচ্ছে।
মিরসকিল বলেন, বৈশ্বিক পর্যায়ে মূল চ্যালেঞ্জ হলো বণ্টনের। কোনো কোনো জায়গায় বয়স্ক মানুষের আধিক্য থাকবে। আবার কোনো কোনো জায়গায় তরুণদের আধিক্য থাকবে। তাই যৌক্তিক হবে আরও ব্যাপকভাবে সীমান্তকে খুলে দেওয়া। আর দক্ষিণপন্থী জনতুষ্টিবাদী কার্যক্রম যেখানে আছে, সেখানে এই উদ্যোগ নেওয়া অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন হবে।
এশিয়ার বেশ কিছু দেশে শুধু যে জনগোষ্ঠীর গড় বয়স বাড়ছে, তাই নয়, তাদের কোনো কোনোটি পুরোপুরি ধনী হওয়ার আগেই বুড়িয়ে যেতে পারে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে তুলনামূলকভাবে আয় বেশি। কিন্তু চীনের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ২০ শতাংশের আয় ছিল মার্কিনদের আয়ের সমান। ভিয়েতনামে এই হার ছিল ১৪ শতাংশ।
নিম্ন আয়ের দেশগুলো অবসরকালীন ব্যবস্থাপনায়ও খুব দক্ষ নয়। ফলে ধনী দেশগুলো যেভাবে বার্ধক্যে পৌঁছানো জনগোষ্ঠীকে সামাল দিতে পেরেছে, নিম্ন আয়ের দেশগুলোর পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

সাময়িকী

ন্যাটোকে ধাপ্পা দেওয়ার এরদোয়ানের কৌশল

লিথুনিয়ার ভিলনিয়াসে এবারে ন্যাটো সম্মেলনের প্রাক্কালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান পশ্চিমা সামরিক জোটে সুইডেনের সদস্যপদ দেওয়ার বিরোধিতা থেকে সরে আসেন। কয়েক মাসের রাজনৈতিক কূটকৌশল ও হুমকির পর তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর হাতে যে 'অস্ত্র' রয়েছে, সেটা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। একমাত্র হাঙ্গেরি ছাড়া, ন্যাটোর বাকি সদস্যরা এরদোয়ানের এই নাটকে বিরক্ত।

হেনরি জে বারকে
কলামিস্ট

নির্বাচন সামনে রেখে এরদোয়ান ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের সদস্যপদ নিয়ে আপত্তি জানান। পরে সুইডেনের ক্ষেত্রে আপত্তিটা ধরে রাখেন। তুরস্কে তথ্যপ্রবাহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন এরদোয়ান এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পশ্চিমের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করেন।
কিন্তু এরদোয়ান চান বিশ্বরাজনীতিতে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে। এরদোয়ান ভাবেন, তিনি নিজ হাতে বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তিনি বিশ্বাস করেন, অন্যরা তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য বসলে তাতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এরদোয়ানের কর্তৃত্ববাদী শাসনের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিরোধী মতের অনেকে তুরস্ক থেকে সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন। এরদোয়ানের অভিযোগ হলো, সুইডেন 'সন্ত্রাসীদের' আশ্রয় দিচ্ছে। সমস্যা হলো এরদোয়ানের শাসনের বিরোধিতা যাঁরা করেন, সবাই তাঁর কাছে সন্ত্রাসী। অর্থনীতি থেকে শুরু করে মানবাধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সব ক্ষেত্রেই তিনি তুরস্কে একধরনের দুর্বল ব্যবস্থা চালু করেছেন। একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ছাড়া বিদেশে আশ্রয় নেওয়া তুরস্কের নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর আবেদনের আইনগত ভিত্তি আছে কি না, সেটা নিরূপণ করা অসম্ভব। এমনকি সুইডেনের বর্তমান পার্লামেন্টের একজন আইনপ্রণেতাকে (ইরানি বংশোদ্ভূত কুর্দি) তাদের কাছে সমর্পণের দাবি জানিয়েছে আঙ্কারা। সুইডেন কেন, কোনো গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই তুরস্ক যে দাবি জানিয়েছে তার বেশির ভাগটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুইডেন শুধু একজন মাদক বিক্রেতাকে তুরস্কে ফেরত পাঠাতে সম্মত হয়েছে এবং কুর্দিদের কাছে যাতে অর্থ সহজে না পৌঁছায়, সে জন্য নিয়মবিধি কঠোর করেছে। কিন্তু এরদোয়ান এটা বুঝতে পারেন না যে অপরাধীদের প্রত্যর্পণে ক্ষেত্রে তুরস্কের পক্ষ থেকে তারা সুইডেনকে যে অনুরোধ করেছে, সেটা একটা প্রতারণাপূর্ণ অবস্থান। কেননা সুইডেনের পক্ষ থেকে আঙ্কারাকে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে পলাতক আসামি, মাদক বিক্রেতা, সন্দেহভাজন খুনি যাঁরা তুরস্কে আশ্রয় খুঁজছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু তুরস্ক সেটা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। এরদোয়ান এর মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শেষে আগামী অক্টোবর মাসে পার্লামেন্টে সুইডেনের যোগদানের বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। এর অর্থ হলো জোটের কাছে আরও দাবি কিংবা অভিযোগ জানানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছেন তিনি। ন্যাটোতে সুইডেনের যোগদান নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়তো হবে, কিন্তু এরদোয়ানের বিপজ্জনক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।তুরস্ক সব সময় ন্যাটোর জন্য সমস্যাজনক ছিল না। ক্ষমতার প্রথম দিকে এরদোয়ান একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর দেশে একটি মধ্যপন্থী ও উদারব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি জোট ও সমমনা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মধ্য দিয়ে তিনি একসময় জনতুষ্টিবাদী কর্তৃত্ববাদী নেতায় পরিণত হন। ভিন্নমতের ওপর খড়্গহস্ত হন। চাটুকার বেষ্টিত এরদোয়ান এখন এই শাসনপদ্ধতিতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এরদোয়ানের সামনে মূল সমস্যা হলো তাঁকে বিশাল অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর বেশির ভাগই তাঁর সৃষ্ট। তিনি এমন সব গোঁড়া নীতি নিয়েছেন, যার ফলে মূল্যস্ফীতি আকাশ ছুঁয়েছে।

জানা অজানা

তীব্র দাবদাহে হৃদরোগ ও মৃত্যুঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করলো বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) মঙ্গলবার জানিয়েছে, সমগ্র উত্তর গোলার্ধ জুড়ে বিরাজমান তাপদাহের তীব্রতা এ সপ্তাহে আরো বাড়তে পারে। যার ফলে রাতের বেলায় তাপমাত্রা বেড়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ও মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। ডব্লিউএমও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাপদাহের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এ সপ্তাহের বেশ কয়েকটি দিন ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা অব্যাহত থাকবে। সারা রাতের ন্যূনতম তাপমাত্রাও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএমও, যার ফলে আরো বেশি মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ও মৃত্যু হতে পারে। ডব্লিউএমও বলেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিনের বেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার দিকে মনোযোগ দেওয়া হলেও, রাতের যে তাপমাত্রা অব্যাহত থাকে, সেটিই স্বাস্থ্যের প্রতি সবচেয়ে বড় ঝুঁকিগুলো সৃষ্টি করে। বিশেষত, স্পর্শকাতর জনগোষ্ঠীর জন্য। জেনেভায় সংবাদদাতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাপদাহ সংক্রান্ত সমীক্ষার বিশেষজ্ঞ এক গবেষক জানান, ইউরোপে বিরাজমান উচ্চ তাপমাত্রা আরো বাড়বে। ডব্লিউএমও'র সিনিয়র এক্সট্রিম হিট এডভাইজার জন নেয়ার্ন জানান, ভূমধ্যসাগরীয় তাপদাহ অনেক তীব্র, কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় চলমান তাপদাহের তুলনায় তা কিছুই নয়। তিনি আরো জানান, এটি এখন ইউরোপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

অপেক্ষা আবার ট্রেন যাত্রার সময় তৃপ্তি সহকারে বাংলায় লেখা ফলক দেখতে পাবো

সুনীল কুমার দে

পূর্ব সিংভূম জেলায় আনুমানিক ৪ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি বসবাসকারী বাংলা ভাষীদের ভাবাবেগ এবং দাবিকে সারা দিয়ে মাননীয় সাংসদ শ্রী বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো মহাশয় রাজধানী দিল্লিতে মাননীয় কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয়কে পত্র দিয়ে জানান পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব সিংভূম জেলার অন্তর্গত প্রতিটি রেল স্টেশনে স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলায় ফলক লেখা ছিল কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মুছে ফেলা হয়েছে তাই পুনঃ বাংলায় ফলক লেখা হোক। মাননীয় সাংসদ মহাশয়কে বঙ্গ সমাজের সুবিধার্থে শুভ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।
বিগত একবছর থেকে প্রথমে মিলনী র প্রেক্ষাগৃহে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এবং অতঃপরে মাননীয় সাংসদ মহাশয়, মাননীয় রেল রাজ্য মন্ত্রী রাও সাহেব পাটিল ধানবে মহাশয় এবং পুনরায় ঘাটশিলায় সাংসদ মহাশয়ের সাথে বঙ্গ সমাজের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়।
এবার অপেক্ষা আবার ট্রেন যাত্রার সময় তৃপ্তি সহকারে বাংলায় লেখা ফলক দেখতে পাবো এবং বৃহৎ সংখ্যায় শহর - গ্রামাঞ্চলের বাংলা ভাষী মানুষদের রাজ্যে ভ্রমণ কালে আসতে - যেতে সুবিধা হবে।

পাঠকের চিঠি

চরিত্র নির্মাণের জন্য নৈতিক শিক্ষা জরুরি

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা নেই,মানুষ গড়ার শিক্ষা নেই,চরিত্র নির্মাণের শিক্ষা নেই।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষা এমন হওয়া উচিৎ যাতে চরিত্র নির্মাণ হয় ও ছেলে মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা হয়তো দেওয়া হচ্ছে কিন্তু চরিত্র নির্মাণের শিক্ষা দেওয়া হয় না।বর্তমান শিক্ষা সংস্কার বিহীন শিক্ষা।ছেলেমেয়েদের কে সংস্কার বাড়িতে না মা বাবা দিচ্ছেন না স্কুলে শিক্ষকেরা দিচ্ছেন।তাই বর্তমান সময়ে লেখাপড়া করে ছেলেমেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ,আই এস অফিসার,নেতা মন্ত্রী হচ্ছে কিন্তু একজন চরিত্রবান মানুষ,একজন দেশের ভালো নাগরিক হতে পারছে না।
আর এ জন্য চাই নৈতিক শিক্ষা ও মানুষ গড়ার শিক্ষা।আমাদের সময় নৈতিক শিক্ষা ছিলো।আমরা ছোটো বেলায় সরল বর্ণ বোধ বলে একটা বই এ পড়ে ছিলাম।তাতে পড়েছিলাম,,সকালে উঠিয়া ভগবানের নাম লইবে।সদা সত্য কথা বলিবে কদাপি মিথ্যা বলিবে না।মাতা পিতা পরম গুরু।চুরি করা মহাপাপ।না বলিয়া পরের জিনিষ লইলে চুরি করা হয়।যে চুরি করে তাহাকে সকলে ঘৃণা করে।এই কথা গুলো আমাদের মনে সারাজীবনের মতো গেঁথে গেছিলো যার জন্য আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পেরেছিলাম।এই নৈতিক বা নীতি শিক্ষা আজকের সিলিবাসে নেই,শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই।তাই আজকের ছেলে মেয়েরা গুরু জনদের প্রণাম করতে জানে না,সন্মান দিতে জানে না,কার সাথে কেমন ভাবে কথা বলতে হয় তা পর্যন্ত জানে না।আমরা কি শিক্ষা দিচ্ছি স্কুলে কলেজে ও পরিবারের মধ্যে।বর্তমান বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো কি শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র মাত্র হয়ে গেল,মানুষ গড়ার কেন্দ্র আর রইলো না।সরকারি স্কুল গুলো কি শুধু মাত্র খিচুড়ি কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল,সংস্কার কেন্দ্র আর রইলো না।সরকারি শিক্ষেকরা শুধু মাত্র কি বধুয়া মজদুর হয়ে গেল।তাদের কি শুধু ছাগল গরু গননা করা আর ভোট করানো কাজ ই রয়ে গেলো।সরকার,সমাজ ,সমাজ সেবক,নেতা মন্ত্রিও শিক্ষক আপনারা এই বিষয়ে সবাই মিলে একটু ভাবুন,একটু চিন্তা করুন।নুতন প্রজন্ম কে আপনারা কোথায় নিয়ে যেতে চান,তাদের কে কি বানাতে চান, কি করতে চান।
আজ সত্যি নুতন করে ভাবার দিন এসেছে।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে প্রথম দিনের শুনানিতে অধিকাংশ দল সংগঠন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে খসড়ার স্বপক্ষে মতামত তুলে ধরার ইঙ্গিত

প্রথম দিন ৯ জেলার ৩৫ টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে নির্বাচন কমিশনের শুনানি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ জনসমক্ষে দলীয় তথা সংগঠনের স্বার্থে রাজনৈতিক মন্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল সংগঠনকে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে নানা ধরনের মন্তব্য তুলে ধরা পরলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সামনে সরাসরি ভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সময় অধিকাংশ দল সংগঠন সামগ্রিকভাবে খসড়ার স্বপক্ষে মতামত দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে এর মধ্যেও দল সংগঠনগুলোর ডিলিমিটেশনের খসড়ার সামান্য সংশোধনের দাবিও রয়েছে। তবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে সরাসরি বিরোধিতা জানানো একাংশ দল সংগঠনকেও এদিনের ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা দিয়েছে।

পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী বুধবার সকালেই গুয়াহাটি মহানগর এসে উপস্থিত হয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্রপান্ডে এবং নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল। এরপর বেলা দুটো থেকে মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের নয়টি জেলার একটি লোকসভা এবং প্রায় ৩৫ টি বিধানসভা কেন্দ্র গুলো নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী সহ বিভিন্ন দল সংগঠন গুলোর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছে পূর্ণ নির্বাচন কমিশন। সারা অসম ছাত্র সংস্থা, নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থা, ট্রাইবাল সংঘ সহ বেশ কয়েকটি দল সংগঠনের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ বাকি দুজন নির্বাচন কমিশনার। তবে কংগ্রেস বিধায়কা নন্দিতা দাস কিংবা সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা দল হিসেবে নয় বরং স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে এদিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে এদিন রাজ্যের নয়টি জেলা নিয়ে শুনানি গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহ, মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহ এবং ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে কামরূপ মহানগর, পশ্চিম কার্বি আংলং, চিরাং, বাক্সা এবং ডিমা হাসাও নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে ওদালগুড়ি, কার্বি আংলং এবং কোকরাঝাড় জেলা নিয়ে আলোচনা হওয়ার পাশাপাশি ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে কামরূপ জেলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। সারা অসম ছাত্র সংস্থার উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আসুর নেতারা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে সারা অসম ছাত্র সংস্থার উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য এবং আসুর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তথা সাধারণ সম্পাদক এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ডিলিমিটেশনের খসড়ার ভিত্তি বর্ষ ২০০১ হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের প্রতি আসুক পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। তবে এবারের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় যেহেতু রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্র বাড়ছে না ফলে আগামী ২০২৬ সালে প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তি বর্ষ ১৯৯১ সাল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে বলে স্পষ্ট দাবি উত্থাপন করেছে ছাত্র সংগঠনটি। এক্ষেত্রে আসুর উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য বলেন ১৯৮৬ সালে আসু রাজ্যের ভূমিপুত্রদের রাজনৈতিক অধিকার সর্বকালের জন্য সুরক্ষিত করার দাবি উত্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ভূমিপুত্রদের সেই অধিকার দিতে পারে। ফলে ২০২৬ সালে ফের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলে সেটার ভিত্তি বর্ষ ১৯৯১ সাল হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে একাধিক রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানানোর জন্য আসুর সমালোচনা করছে সেটার জবাব দিয়েছেন ছাত্র সংগঠনটির নেতারা। আসুর উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য বলেন খসড়ার ভিত্তি বর্ষ ২০০১ হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের প্রতি আসু পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সেটা ঠিক কথা। কিন্তু খসড়ার কিছু সংশোধনেরর প্রয়োজনীতা রয়েছে। উজান অসমের ধেমাজি, লক্ষিনপুর তথা তিনসুকিয়ায় একটি করে আসন বৃদ্ধি করাকে সমর্থন জানিয়েছে ছাত্র সংস্থা। কিন্তু লাওহয়াল এবং আমগুরি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তনের প্রতিবাদ জানাচ্ছে আসু। উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য জানান এদিনের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে উজান অসমের গড়িয়া, মরিয়া সহ পাঁচটি মুসলমান ভূমিপুত্রদের রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ মুসলমান ভূমিপুত্ররা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। একইভাবে বরাক উপত্যকার ন্যায় সঙ্গত বিভিন্ন দাবির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের নামের সংক্রান্তে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ফলে ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সেই বিধানসভা কেন্দ্র গুলোর নাম পরিবর্তন না করে পুরনো নাম ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিও আসুক সরব হয়ে উঠেছে বলে ছাত্র সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন।

একইভাবে নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থার প্রতিনিধিরা এদিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবি আপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বড়ো ছাত্র সংস্থার নেতারা বলেন ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে ওদালগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দরং লোকসভা কেন্দ্রকে কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া হবে না বলে নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থার নেতারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে সামগ্রিকভাবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার খসড়ার প্রতি সমর্থন রয়েছে ছাত্র সংগঠন টির। ট্রাইবাল সঙ্গের নেতা আদিত্য খাখলারি বলেন উপজাতিদের জন্য ১৬ থেকে ১৯ টি আসন বাড়ানো হয়েছে। সেটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে এই আসনের সংখ্যা ১৯ থেকে ২০ টি করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে। তিনি বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়ার প্রতি সমর্থন থাকলেও এক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধন ঘটিয়ে উপজাতিদের রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ দেবার দাবি সুষ্ঠিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আরো বহু কিছু করণে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন ট্রাইবাল সঙ্গের নেতা আদিত্য খাখলারি।

তবে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছেন সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। তার মতামত অনুসারে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা উচিত। এক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রতি নিজের দাবি উত্থাপন করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়িকা নন্দিতা দাস ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা জানিয়ে সরকারের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বঞ্চিত করে এই ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেন। সে সঙ্গে বিদায়কা বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়া যেভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। একই কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামকে অন্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রগুলোকে অবাস্তব ভেবে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন বিধায়িকা নন্দিতা দাস।

প্রসঙ্গত গত ২০ জুন লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর থেকেই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে শাসক বিরোধী সহ বিভিন্ন দল সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ডিলিমিটেশন খসড়া ঘিরে শাসক বিরোধী উপলক্ষে রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ইতিমধ্যে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া গত ১১ জুলাই শেষ সময়সীমার আগেই ডিলিমিটেশন নিয়ে দল সংগঠনগুলো নিজেদের আপত্তি দাবি কিংবা পরামর্শ ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করেছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ৭৮০ এর অধিক দাবি আপত্তি এবং পরামর্শ পেয়েছে। এরমধ্যে এদিনের শুনানিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল সংগঠন থেকে নির্বাচন কমিশন ২৭০ এর অধিক স্মারকপত্র গ্রহণ করেছে। আগামীকাল একইভাবে পূর্ণনির্বাচন কমিশন শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের ১৩ টি জেলা সংক্রান্তে শুনানি গ্রহণ করবে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গেও বৃহস্পতিবার মত বিনিময় করবে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য বিজেপির সংবাদ বিভাগের উদ্যোগে টিফিন বৈঠক সম্পন্ন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির মহাসম্পর্ক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দলীয় সংবাদ বিভাগের উদ্যোগে টিফিন বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এই বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চর্চিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বুধবার দলীয় সংবাদমাধ্যমের উদ্যোগে এই টিফিন বৈঠক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। বিজেপির রাজ্য সংবাদ বিভাগের আহবায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল বলেন দলীয় মুখপাত্র, প্যানেলিস্ট এবং সংবাদ বিভাগের কার্যকর্তারা এই টিফিন বৈঠকের মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথা চর্চিত বিষয়ের উপর আলোচনা করার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেছেন। উল্লেখ্য এর আগে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা সহ অন্যান্য দলীয় পদাধিকারীরা নিজ নিজ মন্ডলে গত রবিবার টিফিন বৈঠক আয়োজন করেছিলেন। এই বৈঠকের মাধ্যমে দলীয় নেতারা কার্যকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয় মতবিনিময় করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া, বিধায়ক দিগন্ত কলিতা সহ বেশ কয়েকজন দলীয় মুখপাত্র এবং প্যানেলিস্ট উপস্থিত ছিলেন।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের অধীনে এই বছরের স্বাধীনতা দিবস ভিন্নভাবে উদযাপন করা হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মহানগরের গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের নিচ থেকে প্যারেড মার্চ শুরু হবে, অসম সচিবালয়ের পয়েন্টে ভিভিআইপিদের স্যালুট জানানো হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অসমের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বহু গতানুগতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে নতুনভাবে কিছু করার পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। পুরানো পরম্পরা ভেঙ্গে দিয়ে নতুনভাবে ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অনবরতভাবে নিজস্ব প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। এবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে পুরানো পরম্পরা এবং নিয়ম ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এরই অংশ হিসাবে এবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহানগরের গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের নিচ থেকে প্যারেড মার্চ শুরু হবে। তাছাড়া প্যারেডে অংশ নেওয়া নিরাপত্তারক্ষীরা অসম সচিবালয়ের পয়েন্টে ভিভিআইপিদের স্যালুট জানাবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য কংগ্রেসের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর সময় থেকে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপারা স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। তবে এর আগে মহানগরের পান বাজারের জাজেস ময়দানে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতো। কিন্তু একসময় সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটার পর থেকে সেই স্থান পরিবর্তন করে খানাপারা স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে যাবতীয় সরকারি কার্যসূচি আয়োজিত হচ্ছে। এমনকি বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের আমলেও একইভাবে সরকারি কার্যসূচির জন্য খানাপারা স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই চির পরিচিত গতানুগতিক পদ্ধতি ভেঙে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা শুরু করতে চাইছেন।

সামাজিক মাধ্যমের অংশ হিসেবে একটি করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের অধীনে এই বছরের স্বাধীনতা দিবস ভিন্নভাবে উদযাপন করা হবে। মহানগরের গণেশগুড়ি ফ্লাইওভার থেকে জিএস রোডের ৬০ ফুট প্রস্থ থাকা স্থান পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের অংশ হিসেবে নির্ধারিত প্যারেড ব্যবস্থা থাকবে। গণেশগুড়ি ফ্লাইওভার থেকে প্যারেড শুরু করে প্যারেডে অংশ নেওয়া নিরাপত্তারক্ষীরা অসম সচিবালয়ের পয়েন্টে ভিভিআইপিদের স্যালুট জানাবেন এবং জিএস রোডের ৬০ ফুট প্রস্থ থাকা স্থান পর্যন্ত এই প্যারেড সমাপ্ত করবেন। এই সম্পূর্ণ এলাকায় যাতে সাধারণ জনতা অংশ নিতে পারেন সেটার জন্য তাদের বসার ব্যবস্থাও করা হবে। এবারের প্যারেডে ১২ টি মার্চিং কন্টিনজেন্ট অংশ নেবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সারা অসম টেট শিক্ষক যৌথ মঞ্চের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর বৈঠক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের সময় তার কার্যকালে নেওয়া এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে অসমের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য টেটের মাধ্যমে শিক্ষক নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই টেস্ট শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। সারা অসম টেট শিক্ষক যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি সার্ভিস রুল, বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্তি, ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শ্রেণী কোঠা নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনে নিয়েছেন। উল্লেখ্য ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী থাকার সময় টেট শিক্ষকদের নিযুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর অর্থাৎ ২০১২ সাল থেকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকরা রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান করছেন। বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবনে নিজের কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু সারা অসম টেট শিক্ষক যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে তাদের দাবি তথা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সংস্থাটির দ্বারা রেশনালেজেশন প্রক্রিয়াতে ২০১২ সাল থেকে ট্যাটের মাধ্যমে নিযুক্ত কংট্রাকচুয়াল এবং স্টেট পুল শিক্ষকদের বর্তমান সময় পর্যন্ত সিনিয়রিটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের দাবি গ্রহণযোগ্য করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। অন্যদিকে এই টেট শিক্ষক সংস্থাটির পদাধিকারীরা তাদের তরফ থেকে শিক্ষা সেতু অ্যাপে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলে শিক্ষামন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু শিক্ষকদের তাদের সহযোগিতা এবং সরকার তথ্য বিভাগের প্রতি থাকা দায়িত্ব সহকারে কাজ করে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পর্যায়ক্রমে আগন্তক দিনগুলোতে শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলো ঘোষণা করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণায় অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে শিক্ষা বিভাগের প্রতি তারা দায়বদ্ধ থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে সারা অসম টেট শিক্ষক যৌথ মঞ্চ।

রাজনীতি আবারো সহিংস হওয়ার ইঙ্গিত, সংকট আরও 'ঘনীভূত' হবার আশংকা

ঢাকা ঃ সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচির দু'দিনেই দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা ও সংঘর্ষ হয়েছে। এর আগে ঢাকা ১৭ আসনের উপ নির্বাচনেও এক স্বতন্ত্র প্রার্থী হামলার শিকার হন, যা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনার মুখে পড়েছে। রাজনীতিতে 'শান্তিপূর্ণ পরিবেশ' বজায় রাখার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী বিএনপির তরফ থেকে পশ্চিমা কূটনীতিকদের আশ্বস্ত করার পরেও রাজনীতি সংঘাতময় হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিএনপি নেতাদের দাবি ¯ সরকার পরিকল্পিতভাবে তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সহিংস হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ দাবি করছে বিএনপি নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির নামে নিজেরাই সহিংস হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে দুই দলের মধ্যে কোন আপোষ, মীমাংসার সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকরা। বরং সামনে সংঘাত আরও ঘনীভূত হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও কি বাংলাদেশের রাজনীতি আবার সহিংস রূপ নিচ্ছে? মঙ্গলবার ১৮ই জুলাই বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ ও পুলিশের হামলায় একজন নিহত, প্রায় দুই হাজার আহত এবং এক হাজারের বেশি মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে বিএনপি তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ওই বিবৃতি অনুযায়ী দেশের মোট আট জেলায় তাদের নেতাকর্মীরা হামলার শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে লক্ষ্মীপুরে পদযাত্রা চলাকালে কৃষক দলের নেতা সজীব হোসেনকে পদযাত্রার পেছন থেকে টেনে নিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে বলে তারা অভিযোগ করেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গুলি চালালে তিন শতাধিক নেতাকর্মী আহত হবার অভিযোগ করা হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে। খাগড়াছড়িতে পদযাত্রা চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে অন্তত দুইশ' নেতাকর্মী এবং ফেনীতে প্রায় দেড়শ নেতাকর্মী গুলিবিদ্ধ হন, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খাগড়াছড়িতে বিএনপি কার্যালয়ে হামলা চালানো হয় এবং বিএনপির ৫০ জনের বেশি নেতা কর্মীকে গ্রেফতারের কথা জানায় দলটি। বগুড়ায় পদযাত্রা কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশ গুলি চালালে প্রায় দেড় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। এ সময় পুলিশের টিয়ারগ্যাস শেলের আঘাতে স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা আহত হন। কিশোরগঞ্জেও পুলিশের হামলায় দেড় শতাধিক নেতাকর্মীকে আহত হন। এছাড়া জয়পুরহাটে অর্থ শতাধিক নেতাকর্মী, পিরোজপুর জেলায় পুলিশের অতর্কিত হামলা ও গুলিবর্ষণে ২০ থেকে ২৫ জন নেতা কর্মী গুরুতর আহত হন। নেত্রকোনা জেলায় বিএনপির পদযাত্রায় অংশ নেয়ার জন্য আসার পথে দুইজন এবং কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে একজনের উপর হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা গুরুতর আহত করে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। এছাড়া ঢাকায় সরকারি বাঙলা কলেজের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ ও ধাওয়াপাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিএনপি'র কিছু নেতাকর্মী কলেজ গেটে ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ ওঠে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। কোথাও কোথাও বিএনপির পদযাত্রা শেষে আওয়ামী লীগের 'শান্তি'শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিভিন্ন স্থানে মোটরসাইকেল ও গাড়ি ভাঙচুরের খবর পাওয়া যায়। এসব সংঘাতের ঘটনায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। সরকার পতনের এক দফার আংদোলনের দাবিতে বিএনপি এবং আরও ৩৬টি দল গত ১২ই জুলাই ঢাকায় সমাবেশ করে পদযাত্রা কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। তারই অংশ হিসেবে ঢাকাসহ সারা দেশে পদযাত্রার কর্মসূচি পালন করছে দলটি। গত কয়েক মাস ধরে বিএনপি যুগপৎ আংদোলনের কর্মসূচি পালন করলেও তা বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই চলেছে। কোথাও বড় কোন হামলার খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিএনপির এবারের পদযাত্রা কর্মসূচিকে ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উদ্রেক করেছে যে সামনের দিনের কর্মসূচিগুলোয় সংঘাত আরও প্রকট রূপ নেবে কিনা। গতকালের পরিস্থিতি দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের কর্মসূচি দমনে কঠোর হতে পারে। বিএনপিও সামনে পাল্টা শক্ত অবস্থান নিতে পারে। সরকার পরিকল্পিতভাবে সহিংস হয়ে উঠছে বলে দাবি করছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তিনি বলেন, নির্বাচনের শেষ সময়ে এসে সরকারের মধ্যে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার উদগ্র কামনা বেশ জোরদার হয়েছে। যে কারণে মঙ্গলবার বিএনপির সমাবেশে এবং এর আগে ঢাকা ১৭ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলমের ওপর হামলা হয়েছে। আওয়ামী লীগকে আতঙ্ক এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে আতঙ্কের খোলস ঝেড়ে ফেলার জন্য তারা এখন আক্রমণ শুরু করেছে যেটা আমাদের পক্ষ থেকে কাম্য ছিল না। এক্ষেত্রে পুলিশ সরকারের হয়ে কাজ করছে, সামনে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হবে বলে আশঙ্কা করছেন মি. হোসেন। আমরা উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে আছি কারণ সরকার নানা ধরনের নিবর্তনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ কব্জা করে নিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় আমাদের যে কর্মীরা আহত হয়েছেন তাদেরকেই আবার আসামি করে মামলা করা হয়েছে। শেষ দিকে এসে তারা আমাদের নেতাকর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করছে। পুলিশ শুধু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে নিরাপত্তা দেয় অন্য কাউকে নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ নেই। নাহলে আশরাফুল আলমকে এভাবে মার খেতে হতো না। তিনি বলেন। তবে এই সহিংসতার পেছনে বিএনপিকেই দায়ী করছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন, বিএনপি সুযোগ পেলেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় তার উদাহরণ এই পদযাত্রা কর্মসূচি। পদযাত্রার নামে তারা পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে, হাসপাতালব্যাংকে ভাঙচুর করেছে, মানুষের যানবাহন নষ্ট করেছে। তারা ক্ষমতায় থাকার সময় আবার বিরোধী দলে থাকার সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। এখন তারা সেই দোষের দায়ভার চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের উপর। এই সহিংসতা দমনে সরকার কঠোর ভূমিকায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি করেন তিনি। পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে, নির্বাচনের পরিবেশ কেমন এবং নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে । সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সফর, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিভিন্ন দলের সাথে বৈঠক, মার্কিন ভিসা নীতি থেকে ধারণা করা যায় যে সেই নজরের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত। সব মিলিয়ে এই নির্বাচন ঘিরে আগ্রহ শুধু দেশের ভেতরেই নয়, সারা বিশ্বেই তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নির্বাচনের পরিবেশের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলোর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে। এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ঢাকা ১৭ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলমের ওপর হামলার বিষয়ে জাতিসংঘ, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর, ২৭টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং সেইসঙ্গে আরও ১২টি দেশের হাইকমিশনার এবং রাষ্ট্রদূত তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে তিনি জানান। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ওপর নজর রাখছে এবং তারা ধরতে পারছে যে অপরাধ কোন জায়গা থেকে সংঘটিত হচ্ছে কারা হামলা চালাচ্ছে। তিনি বলেন। গত এপ্রিলে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিনকেন জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচন যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অবস্থান আগে থেকেই স্পষ্ট করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১ সালে 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কাজে জড়িত থাকার' কারণে র‍্যাব এবং এর সাতজন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল দেশটি। সম্প্রতি মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘন ঘন বাংলাদেশে সফর করছেন এবং গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। সবশেষ মে মাসে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ অনুষ্ঠানকে ঘিরে বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর কঠোর ভিসা নীতি আরোপ করে ওয়াশিংটন। যেখানে বলা হয়েছে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে এমন যে কারও ভিসা বাতিল করতে পারবে দেশটি। নির্বাচন সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত করার আহ্বান এসেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের নতুন হাইকমিশনার সারাহ কুকের থেকেও। এসময় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানালে মিস কুক একে স্বাগত জানান। এ ব্যাপারে গবেষক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সবসময় আমাদের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের পরপর দুটো নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় এবারের নির্বাচন নিয়ে তাদের আগ্রহটা বেশি। এখন তারা নির্বাচনের সময় পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকতে চাইবে। ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং আন্তর্জাতিক নানা সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনেকদিন ধরেই আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি থেকে শুরু করে ছোটবড় অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছে। ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের অনুষ্ঠানগুলোতেও নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে কথা বলছেন বিদেশি দূতরা। যাতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কেউ বাধা দিতে না পারে। নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এই সময়ে রাজনীতির মাঠ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন গবেষক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, বিএনপি বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না এবং এই এক দফা দাবিতে তারা মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে। যত আংদোলন করার হয় তারা করবে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে। এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে এই পরিস্থিতি সামাল দেয়া অসম্ভব হতে পারে বলে তিনি মনে করছেন। হামলা, সংঘর্ষ চলতেই থাকবে ¯ যদি না এক পক্ষ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এখানে কোন পক্ষই নিজেদেরকে নিবৃত্ত করবে বলে মনে হয় না। তিনি বলেন। বিএনপিকে দমন করতে সরকার কঠোর অবস্থানে গেলেও বিএনপির এখন পর্যন্ত সংঘাতে না জড়ানোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন তিনি। তার মতে, সরকার বিভিন্ন জায়গায় বিএনপিকে বাধা দিচ্ছে। বিএনপি এখন পর্যন্ত সংঘাত তৈরি করছে না বা অন্যদের উপর আক্রমণ করছে না। কিন্তু তারা কতদিন এই শান্তিপূর্ণ ভূমিকায় থাকবে সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। দুই পক্ষই যদি মারমুখী হয়ে যায় তাহলে সামনের দিনগুলোয় পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। দুই পক্ষের মধ্যে কোন ধরনের আপোষ বা মীমাংসার রাস্তা দেখছেন না তিনি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসতে চাইবে। আর ক্ষমতায় থাকতে হলে তাকে নির্বাচন ম্যানিপুলেট করতে হবে। সরকারের এই কর্মকাণ্ড যদি বিরোধীরা মেনে না নেয়, কঠোর অবস্থান নেয় তাহলে সংঘাতসংঘর্ষ অনিবার্য।

কমনওয়েলথ গেমসের 'মৃত্যুঘণ্টা' কি বেজে উঠেছে

সিডনি (ওয়েবডেস্ক) ঃ পনের মাস আগে ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রুজ অস্ট্রেলিয়ার একটি স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন এবং গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে সে দেশের ভিক্টোরিয়া প্রদেশ ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আযোজন করবে ¯ এটা হবে ভিন্ন এক গেমস, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার মি. অ্যান্ড্রুজ কিছুটা নিরানন্দ মুখেই সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন এবং কাটাকাটা ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি যে প্রদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেটি কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের চুক্তি থেকে সরে যাচ্ছে। এই ঘটনা পুরো পরিকল্পনাকে তছনছ করে দিয়েছে এবং কমনওয়েলথ গেমসের ভবিষ্যৎ নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

আযোজকদের জন্য কঠিন কয়েকটি বছর পার হওয়ার পর বিশেষজ্ঞরা এখন মনে করছেন কমনওয়েলথ গেমসের দিন শেষ হয়ে এসেছে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার স্টিভ জর্জাকিস বলছেন, এর মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ গেমসের পরিসমাপ্তির সূচনা হলো। অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া ইতিহাসবিদ ম্যাথিউ ক্লুগম্যানও একমত যে কমনওয়েলথ গেমসের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে।

দু'হাজার ছাব্বিশ সালের কমনওয়েলথ গেমসের জন্য একটি আয়োজক দেশ খুঁজে পাওয়াই ছিল খুব কঠিন। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন (সিজিএফ) আসলে ২০১৯ সালেই আয়োজক হিসেবে একটি শহরের নাম ঘোষণার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আয়োজনের খরচ নিয়ে উদ্বেগের জন্য আগ্রহী শহরগুলোর উৎসাহ কর্পূরের মতো উবে যায়। এর জের হিসেবে তিন বছর ধরে সিজিএফ কোন শহরকে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী মি. অ্যান্ড্রুজ বলছেন, আযোজকরা তার সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং প্রাথমিকভাবে সাহায্য করতে পেরে তারা খুশিই ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, তবে এটা যে কোনও মূল্যে হবার নয়। কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন ভিক্টোরিয়ার আঞ্চলিক শহরগুলির জন্য একটি বড় উৎসাহের কারণ বলে মনে করা হচ্ছিল। তখন এর ব্যয় ধরা হয়েছিল ২.৬ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

কিন্তু ১২ ¯দিনব্যাপী গেমসের মঞ্চায়নের খরচ এখন বেড়ে ছয় বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারে দাঁড়িয়েছে বলে জানান মি. অ্যান্ড্রুজ।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এই দায়িত্বে আমি অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এটি তার একটি নয়। সিজিএফ বলছে, ভিক্টোরিয়ার সিদ্ধান্তটি আচমকা এবং খরচের যে হিসেব দেয়া হচ্ছে সেটা তারা মানতে নারাজ। সংস্থাটি ভিক্টোরিয়া প্রদেশের ইউনিক আঞ্চলিক ডেলিভারি মডেলকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পেছনে প্রাথমিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এবং তারা অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে খরচের বিষয়টা ব্যাপকভাবে ফুলিয়েফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় সিজিএফ এর শাখা হলো কমনওয়েলথ গেমস অস্ট্রেলিয়া (সিজিএ)। তারা বলছে, অন্যান্য প্রদেশের সরকারগুলিকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করবে যে ব্যয়ের হিসেবটি একটি স্থূল অতিরঞ্জন, এবং এখানে বিনিযোগে এখনও লাভজনক।

আমাদের হাতে থাকা বিকল্প উপায়গুলির বিষয়ে আমরা এখন পরামর্শ নিচ্ছি এবং ২০২৬ সালের গেমসের জন্য একটি সমাধানের পথ খুঁজতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের খেলোয়াড় এবং বৃহত্তর কমনওয়েলথ গেমস আন্দোলনের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় স্বার্থ, ¯ সিজিএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

কিন্তু সিজিএফ এর জন্য এই সমস্যা নতুন না। দু'হাজার বাইশ সালের কমনওয়েলথে গেমসের আয়োজক খুঁজে বের করতেও তাদের বেশ লড়াই করতে হয়েছিল।

কথা ছিল আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম শহর হিসেবে ডারবান ঐ গেমসের আয়োজন করবে, কিন্তু অর্থ সঙ্কট এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময়সীমা মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ২০১৭ সালে তাদের হোস্টিং রাইট কেড়ে নেয়া হয়।

এর নয় মাস পরে বার্মিংহাম শহর এবং ব্রিটিশ সরকার ইভেন্টটিকে বাঁচাতে হস্তক্ষেপ করে এবং এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। কমনওয়েলথের ইতিহাসে সেটি ছিল সেরা গেমসগুলোর অন্যতম। এখন ২০২৬ সালের গেমস আয়োজনের জন্য হাতে রয়েছে মাত্র তিন বছর। বিশ্বব্যাপী এবং বহু ইভেন্টের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য এটি খুবই অল্প সময় এবং সিজিএফ এখন তার ত্রাণকর্তা খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এটা কঠিন এক কাজ। ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রদেশের নেতারা এই ব্যয়ভার কাঁধে তুলে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী রজার কুক এই ইভেন্টটিকে ধ্বংসাত্মকভাবে ব্যয়বহুল বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, কমনওয়েলথ গেমস এখন আর আগের মতো নেই।

আরেকটি প্রদেশ নিউ সাউথ ওয়েলসকে তার বর্তমান অবকাঠামো সুবিধার কারণে সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প হিসাবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু এর প্রধানমন্ত্রীর ক্রিস মিনস বলেছেন, কমনওয়েলথ গেমসের আযোজন করতে পারলে চমৎকার হতো। স্কুল এবং হাসপাতাল নির্মাণ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ আযোজক শহর গোল্ড কোস্ট, যেটি ২০১৮ সালে ইভেন্টটি হোস্ট করেছিল, তারা বলছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনও শহর আয়োজন করতে চাইবে এটা ভাবাই এখন অযৌক্তিক। কিন্তু এটা সম্ভব হলেও কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে পারে এমন ক্ষমতা রয়েছে খুব অল্প কয়েকটি দেশের। গত ২০ বছরে ব্রিটেন কিংবা অস্ট্রেলিয়ার বাইরে মাত্র একবার এই গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে ¯ ২০১০ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, ঐ ইভেন্টটি আয়োজন করতে ব্যয় হবে ২.৭০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ভারত শেষ পর্যন্ত খরচ করে ১৬ গুণ ¯ প্রায় ৪.১ বিলিয়ন ডলার।

কমনওয়েলথ জোটের মধ্যে অন্যতম ধনী দেশ অস্ট্রেলিয়া, এবং ড. জর্জাকিস বলছেন, দেশটি ঐতিহাসিকভাবে ইভেন্টের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু সেই অস্ট্রেলিয়াই যদি না পারে, তাহলে কমনওয়েলথভুক্ত ছোট দেশগুলো কীভাবে তা পারবে?

কিন্তু এটা শুধু খেলার খরচের ব্যাপারই নয়। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের সিদ্ধান্তের যারা সমালোচনা করছেন তারা উল্লেখ করেছেন যে প্রদেশটি একই রকম বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্টে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। উদাহরণ হচ্ছে ফিফা নারী বিশ্বকাপ, যেটি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে, সেটি যৌথভাবে আয়োজনের জন্য ভিক্টোরিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে।

এর জবাব নিয়ে মি. অ্যান্ড্রুজ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি বারবার করে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে বিনিয়োগ করে অন্যান্য ইভেংটের মতো মুনাফা হবে না। এটাতে শুধু খরচ এবং কোন লাভ নেই, তিনি বলেন। ওদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী কমনওয়েলথ গেমসের ভাবমূর্তি এবং প্রাসঙ্গিকতাও এখন কমে যাচ্ছে।

প্রথমত, এই ইভেন্টটি আগের মতো তারকা খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করতে পারে না। গত বছর ব্রিটিশ ডাইভিং চ্যাম্পিয়ন টম ডেলি, অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু কেট ক্যাম্পবেল এবং ট্র্যাক তারকা আন্দ্রে ডি গ্রাস, শেলি অ্যান ফ্রেজার প্রাইস ও শেরিকা জ্যাকসনসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় কমনওয়েলথ গেমসে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

স্প্রিন্ট তারকা উসেইন বোল্ট একবার কমনওয়েলথ গেমসকে নিয়ে উপহাস করেছিলেন বলেও গল্প চালু আছে। তবে তিনি দাবি করেছিলেন যে তাকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, যদিও ঐ ঘটনার বিবরণ সাংবাদিকরা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এখন আগের চেয়ে আগ্রহ অনেক কম, বলেছেন ড. ক্লুগম্যান। এমন ঘটনা ১৯৯০য়ের দশকেও দেখা যায়নি। জমানা যে বদলে যাচ্ছে এতে তাই বোঝা যায়। সেই পরিবর্তনের একটি অংশ হলো কমনওয়েলথ গেমসের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তার প্রতি ক্রমবর্ধমান উদাসীনতা। উনিশশো তিরিশ সালে শুরু হওয়া এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আগের নাম ছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস। ইতিহাসবিদরা বলছেন, ব্রিটেনের উপনিবেশগুলিকে একত্রে রাখার একটি হাতিয়ার ছিল এই প্রতিযোগিতা। এবং এমন একটি সাম্রাজ্যে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে যার তলায় ফাটল ধরতে শুরু করেছিল, তার শক্তি বজায় রাখা এবং জোরদার করার একটি উপায় হিসাবে এই গেমসকে দেখা হয়, ড. ক্লুগম্যান বলছেন।

কিন্তু এখন সাবেক উপনিবেশগুলি আরও বেশি সংখ্যায় ব্রিটেনের কাছ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। অনেকগুলি হয় ইতোমধ্যেই প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো কিছু দেশ প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরের কথা বিবেচনা করছে। ১৯৩৮ সালের অস্ট্রেলিয়া ২০২৩ সালের অস্ট্রেলিয়ার থেকে অনেকখানি আলাদা, বলছেন ড. জর্জাকিস।

ব্রিটিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের নয় এমন লোকদের কাছে অস্ট্রেলিয়াকে মাদার কান্ট্রি এবং অন্যান্য প্রাক্তন উপনিবেশগুলির সাথে একত্রিত করার এই ধারণাটি এখন আর কেউ গ্রহণ করছে না। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এবং এই গেমসের সাথে তার যোগাযোগ।

উনিশশো বিরাশি সালে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা কমনওয়েলথ গেমসের নাম দিয়েছিলেন স্টোলেনওয়েলথ গেমস। এটি এমন একটি অপবাদ যা এখনও ঝেড়ে ফেলা যায়নি।

নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হচ্ছে নারী ফুটবল বিশ্বকাপ

পর্থ ঃ বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হচ্ছে নারী ফুটবল বিশ্বকাপ। ৬৪টি গেমের জন্য ইতোমধ্যে ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। খেলাধুলার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা মনে করে, এটি সবচেয়ে বেশি দর্শকের দেখা নারীদের ফুটবল টুর্নামেঃট হবে। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে এই বিশ্বকাপে ৩২টি দেশ অংশ নেবে। ১৯৯১ সালে যখন ইভেন্টটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে মাত্র ১২টি দল ছিল।

পুরুষদের বিশ্বকাপের বিজয়ীরা ৪৪ কোটি ডলার পায়, তবে নারীরা পায় ১১ কোটি ডলার।

মাতিলডাস নামে পরিচিত অস্ট্রেলিয়ান নারী জাতীয় দল সোমবার বৈষম্য এবং সমান বেতনের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

অংশগ্রহণের দিক থেকে সকার অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা।

প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের মধ্যে একটি অনুভূতি রয়েছে যে, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া নারীদের ফুটবলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করছে। এর প্রোফাইল কখনো উচ্চতর ছিল না, এবং সম্ভবত মানও কখনো এত ভালো ছিল না।

বিশ্বকাপ র‍্যাংকিংএ সবচেয়ে ওপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর জার্মানি, সুইডেন, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। ফিফার র‍্যাংকিংএ সহ আয়োজক অস্ট্রেলিয়া দশম স্থানে রয়েছে, নিউল্যান্ডের অবস্থান ২৬তম।

উদ্বোধনী ম্যাচটি ২০ জুলাই অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে নিউজিল্যান্ড এবং নরওয়ের মধ্যে হবে। কয়েক ঘণ্টা পরে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে।

এক মাস পর ২০ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

ভ্রমণঝক্কির সূচি না সেনে উপায় নেই বিসিবির

কলকাতা ঃ শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের দুটি ম্যাচ বাংলাদেশকে খেলতে হবে দুই দেশে, সেটাও মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে! যার মধ্যে এক দিন চলে যাবে ভ্রমণে। সুপার ফোরে উঠলে সেখানেও দুই দিনের ব্যবধানে দুটি ভিন্ন দেশে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। অথচ দুই দেশে দুই ম্যাচ খেলার প্রস্তাবে বিসিবি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) শর্তই দিয়েছিল যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে গিয়ে ম্যাচ খেলার আগে পর্যাপ্ত বিরতি থাকতে হবে।

কিন্তু এশিয়া কাপের সূচিতে এর প্রতিফলন নেই। এ নিয়ে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউনুসকে আজ কিছুটা হতাশই মনে হলো। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছিলেন, 'আমাদের প্রথম ম্যাচটা খেলে লাহোরে যেতে হবে। কিছু করার নেই। ৩১ তারিখের পর ৩ তারিখে আরেকটা ম্যাচ। জার্নি যাতে কমফোর্টেবল হয়, এ জন্য এসিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলগুলো আসাযাওয়া করবে চার্টার্ড প্লেনে।' তবু ভ্রমণের ধকল তো থাকবেই। সেটা মানছেন জালাল ইউনুসও। কিন্তু ভ্রমণের ক্লান্তি এড়ানোর কোনো উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, 'ট্রাভেলে তো ইমপ্যাক্ট হয়ই। এয়ারে ট্রাভেল করলে ২ ¯৩ ঘণ্টা আগে যেতে হয়, লাগেজ নিয়ে যেতে হয়। মানসিক প্রস্তুতিরও ব্যাপার আছে। আর শ্রীলঙ্কা থেকে পাকিস্তান অনেক দূরে। যেহেতু এসিসির সিদ্ধান্ত আর সবাই

অংশ নিচ্ছে...আমাদেরও মেনে নিতে হচ্ছে।'

৩১ আগস্ট শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ বিষয়টা মেনে নিচ্ছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও। এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এই চাপটা ভারত ছাড়া অন্য সব দলকেই সামলাতে হবে। যেহেতু সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, আমাদের মেনে নেওয়াই ভালো। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমরা এমন সূচির সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নই, তা তো নয়। মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই।'

অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। জাতীয় দলের আরেক ক্রিকেটার বিষয়টিকে দেখছেন এভাবে, 'ওয়ানডে ম্যাচ হওয়ায় একটু কঠিন হবে। টিটোয়েন্টি হলে আমার মনে হয় না কেউ অভিযোগ করত। একটা এক শ ওভারের ম্যাচ খেলার পর সবাইকেই সে ধকল কাটিয়ে উঠতে হয়।'

৫০০ ¯এর সামনে কোহলি, দ্রাবিড় যেটিকে সবচেয়ে বড় হিসেবে দেখেন

কলকাতা ঃ 'হোয়াট আ প্লেয়ার!' বিরাট কোহলি এমন প্রশংসা তাঁর ক্যারিয়ারে অজুতবার শুনেছেন। পোর্ট অব স্পেনে আজ যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলতে নামবেন, তখনো নিশ্চয়ই কথাটা শুনবেন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' বইয়ে পলিমার্কাস যেমন ন্যায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'যাঁর যা প্রাপ্য, তাঁকে তা দেওয়াই ন্যায়।' কোহলিরও তেমনি এই প্রশংসা প্রাপ্য। পোর্ট অব স্পেনের টেস্টটি তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ৫০০তম ম্যাচ। সব ক্রিকেটারের এমন মাইলফলক ছোঁয়ার সৌভাগ্য হয় না। কারণ, চাইলেই সবাই কোহলি হতে পারেন না। আর তাই সবার কপালে এমন প্রশংসাও জোটে না। কোহলিকে দেখে এখন আক্ষেপ হতে পারে ইনজামাম উল হকের। তিলকারত্নে দিলশানেরও এমন লাগতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৪৯৯ ম্যাচ খেলে অবসর নিয়েছিলেন পাকিস্তান কিংবদন্তি। শ্রীলঙ্কার সাবেক অলরাউন্ডার এবং পরে ওপেনার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা দিলশান খেলেছেন ৪৯৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এই দুই সাবেকের আক্ষেপ হতে পারে এই ভেবে, ৫০০ ম্যাচের 'ক্লাব ¯এ নাম লিখিয়ে অবসর নিতে পারতেন। কোহলি এই ক্লাবেই আজ নাম লেখাবেন ১০ম সদস্য হিসেবে, যেখানে ম্যাচ খেলার সংখ্যায় সর্বশেষ হিসেবে যে ব্যক্তিটি আছেন, তিনি কোহলিরই জাতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। 'ফাইভ হানড্রেড' ক্লাবের ৯ জন খেলোয়াড়ের নাম আগে জানিয়ে দেওয়া যাক শচীন টেন্ডুলকার (৬৬৪), মাহেলা জয়াবর্ধনে (৬৫২), কুমার সাঙ্গাকারা (৫৯৪), সনাৎ জয়াসুরিয়া (৫৮৬), রিকি পন্টিং (৫৬০), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৫৩৮), শহীদ আফ্রিদি (৫২৪), জ্যাক ক্যালিস (৫১৯) ও রাহুল দ্রাবিড় (৫০৯)। পোর্ট অব স্পেন টেস্টে কোহলি এই মাইলফলক ছোঁয়ার আগে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের কোচ দ্রাবিড়। সে তো সবাই জানাবেন। তবে দ্রাবিড় তাঁর সাবেক সতীর্থ ও এখনকার শিষ্যকে নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য সেসব কথা রেফারেন্স পয়েন্ট হতে পারে। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে রেকর্ড বইয়ের পাতা নতুন করে লিখছেন স্মিথ কোহলির জন্য এই বছরটা এমনিতেই মাইলফলক ছোঁয়ার। আগামী মাসেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫ বছর পূর্ণ হবে তাঁর। এরই মধ্যে ১১০ টেস্ট, ২৭৪ ওয়ানডে ও ১১৫ টিটোয়েন্টি খেলে ফেলেছেন। কোহলিকে 'ফাইভ হানড্রেড' ক্লাবে দ্রাবিড় কোথায় দেখেন, তা নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতের কোচের ব্যাখ্যা, 'কোনো সন্দেহ নেই, সে তার নিজের দলেই অনেকের প্রেরণা। আর ভারতে প্রচুর ছেলেমেয়ে তো তাকে অনুসরণ করেই। পরিসংখ্যানই তার হয়ে কথা বলে, পারফরম্যান্সগুলোও ইতিহাসে থাকবে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, পর্দার আড়ালে তার নিবেদন ও চেষ্টা যা কেউ দেখে না। তার ৫০০তম ম্যাচ খেলতে যাওয়া সেই চেষ্টা ও নিবেদনেরই প্রতিফলন।' ৩৪ বছর বয়সী কোহলিকে এখনো দারুণ ফিট ও শক্তিশালী মনে করেন দ্রাবিড়। বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন এভাবে, '১২ ¯১৩ বছরের মধ্যে ৫০০ ম্যাচের সামনে দাঁড়িয়েও তার উদ্দীপনা দেখার মতো। সে এখনো অনেক ফিট ও শক্তিশালী। এটা আসলেই অসাধারণ ব্যাপার। সহজে এমন কিছু পাওয়া যায় না। অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগ থাকতে হয়, যেটা সে তার ক্যারিয়ারে করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এটা কোচদের জন্যও যেমন ভালো, তেমনি তরুণেরাও অনুপ্রাণিত হয়।'

তরুণদের প্রেরণা পাওয়ার বিষয়টিও ব্যাখ্যা করেছেন দ্রাবিড়। ভারতের এই কোচের মতে, কোহলিকে কাউকে মুখে বলে অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন নেই। তিনি প্রাত্যহিক অনুশীলন ও নিজেকে যেভাবে প্রস্তুত করে থাকেন, সেসব দেখেই অনুপ্রাণিত হন তরুণেরা। দ্রাবিড়ের ভাষায়, 'কিছু বলার দরকার নেই। সে নিজেকে যেভাবে পরিচালিত করে, অনুশীলন করে এবং ফিটনেস ধরে রাখে, সেসবই তরুণদের জন্য প্রেরণা। তারাও সেগুলো অনুসরণ করে কোহলির মতো অনেক ম্যাচ খেলতে চায়। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা ও অনুশীলন এসবের কারণেই ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়, যার সবকিছুই সে প্রদর্শন করেছে এবং সামনেও করবে।'

ডেঙ্গু পরিস্থিতি কেন এতো মারাত্মক হয়ে উঠলো?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে রেকর্ড ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, গত সাড়ে ছয় মাসে মৃত্যু হয়েছে ১৪৬ জনের। এর আগে বাংলাদেশে বছরের প্রথম ছয় মাসে ডেঙ্গুতে এতো মৃত্যু হয়নি। বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর সংক্রমণ আর এই রোগের ভাইরাস আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরেও সেদিকে নজর না দেয়ায় এই বছরে ডেঙ্গু মারাত্মক হয়ে উঠেছে বলে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যবিদরা মনে করছেন।

তারা বলছেন, এক সময়ে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগটি মৌসুমি রোগ বলে মনে করা হলেও, গত কয়েক বছর ধরে সারা বছর জুড়ে প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।

এর ফলে এই রোগের চার ধরনের ভাইরাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং রোগটি দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৯ জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এই সময়ে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৭৯২ জন। এর আগে কোন বছরের প্রথম ছয় মাসে ডেঙ্গুতে এতো মানুষের মৃত্যু হয়নি।

এই বছরের সাড়ে ছয় মাসেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মোট ১৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৫ হাজার ৭৯২ জন।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি কেন এতো মারাত্মক হয়ে উঠলো?

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঘটে চললেও সেদিকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ফলে এই বছরে মৌসুমের আগে আগে সেটা প্রকট হয়ে উঠেছে।

চিকিৎসকরা বলছেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার ডেঙ্গু রোগীদের অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি অবনতি হচ্ছে।

মুশতাক হোসেন বলছেন, 'আসলে গত বছরের সঙ্গে এই বছরের মধ্যে ডেঙ্গু রোগী আসার ক্ষেত্রে কোন বিরতি ছিল না। শীতকালেও আমরা রোগী পেয়েছি। এবার মৌসুম শুরু হওয়ার এক দেড় মাস আগে থেকেই আমরা অনেক বেশি রোগী পাচ্ছি।'

বাংলাদেশে প্রথম ডেঙ্গু শনাক্ত হয় ১৯৬৫ সালে। তখন এই রোগটি ঢাকা ফিভার নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে রোগটির সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে।

'আক্রান্তদের মধ্যে ডেঙ্গুর চারটি ধরন বা সেরোটাইপ পাওয়া যাচ্ছে। যারা এখন আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাই বেশি। ২০০০ সালের আগে আগে আমরা দেখেছি, মানুষজন একটা ডেঙ্গুর একটা ধরনে আক্রান্ত হতো। ফলে তাদের মধ্যে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতো। কিন্তু যখন মানুষ চারটা ধরনেই আক্রান্ত হতে শুরু করে, তখন প্রতিরোধ ক্ষমতা তেমন কাজ করে না। তখন সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেড়ে যায়,'' তিনি বলছেন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা বলেছেন, দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণ পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। তবে প্রতিটি হাসপাতালেই এখন ডেঙ্গু কর্নার আছে। প্রতিটি হাসপাতালেই পর্যাপ্ত শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও আমরা চিকিৎসা দিতে প্রস্তুত আছি।

বাংলাদেশে গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৬২ হাজার ৩৮২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল রেকর্ড ২৮১ জনের। সেই বছরেও জুলাই, অগাস্ট মাসে ডেঙ্গুর সংক্রমণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

তার আগের বছরেও ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক ছিল। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল ২০১৯ সালে।

গত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর এরকম সংক্রমণ চলার পরেও সেটা ঠেকাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যকর কোন ব্যবস্থা কেন নেয়া হয়নি? এমন প্রশ্নের জবাবে ড. মুশতাক হোসেন বলছেন, 'ডেঙ্গু মোকাবেলায় যে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, সেটা অনেকটা গতানুগতিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এটা হয়তো সাময়িক একটা রোগ, কিছুদিন পরেই চলে যাবে। ফলে কার্যকর বা দীর্ঘমেয়াদি কোন ব্যবস্থা কোথাও নেয়া হচ্ছে না। ফলে ডেঙ্গু রোগটা একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। যে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার, সেটা হচ্ছে না। এটা যে একটা মহামারী, সেরকম করে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।''

স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গু রোগটি নিয়ে বড় ধরনের গবেষণা, নজরদারি নেই। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের তথ্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কাছে আসছে। কিন্তু এর বাইরেও যে বিপুল মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, ঘরে বসে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের তথ্য কোথাও নেই।

মশা দমনেও দেশ জুড়ে বড় ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। এমনকি এখন মশা দমনে যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোর কার্যকারিতা আছে কিনা, তাও কারও জানা নেই।

তিনি বলছেন, 'সেই সঙ্গে এডিস মশার ঘনত্ব বেড়ে গেছে। শহরে গ্রামে পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার বেড়ে যাওয়া জল জমে যাওয়া, নগরায়নের ফলে জল আটকে থাকার কারণে ডেঙ্গু মশা বেড়েছে, ফলে রোগীও বেড়ে গেছে।''

বাংলাদেশে বছরের প্রথম ছয় মাসেই ডেঙ্গু পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুশতাক হোসেন বলেন, '' অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অনেক আগেই এসেছে। এটা এখন সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে এটাকে প্রাদুর্ভাব থেকে মহামারীর দিকে চলে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, এখন দেশে একটা জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে।' এটা মোকাবেলায় গতানুগতিক পদক্ষেপ বাদ দিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া দরকার বলে তিনি মনে করছেন। না হলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না।

বর্তমানে ঢাকার সবগুলো সরকারি হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার বেশি ডেঙ্গু রোগী রয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও এখন প্রতিদিন যত রোগী ভর্তি হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই ডেঙ্গু আক্রান্ত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলাতেই ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। দেশে যে সময়কালকে ডেঙ্গুর মৌসুম বলে ধরা হয়, তার আগেই আক্রান্তের সংখ্যা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী ব্যক্তিরা ডেঙ্গুতে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্তদের বেশিরভাগই ঢাকা শহরের বাসিন্দা।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন রফিকুল ইসলাম। তিনি বলছেন, 'তিনদিন আগে জ্বর এসেছিল। এরপর বমি শুরু হওয়ায় হাসপাতালে এসে ডাক্তার দেখালে ভর্তি হতে বলে। আমার আশেপাশে আরও যারা রয়েছে, তারা সবাই ডেঙ্গু রোগী।''

বেশিরভাগ রোগীকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর, বগুড়ায় খবর নিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত নতুন নতুন রোগী ভর্তির তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মুশতাক হোসেন বলছেন, 'ঢাকার বাইরে অধিকাংশ মানুষ প্রথমবারের মতো আক্রান্ত হচ্ছে, ফলে খুবই খারাপ ধরনের রোগীর সংখ্যা শহরের তুলনায় বা ঢাকার তুলনায় কম। তবে গত দুই বছরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু এভাবে যদি ডেঙ্গু ছড়াতে থাকে, তাহলে আগামীতে আমরা গ্রামাঞ্চলেও আরও খারাপ পরিস্থিতি দেখতে পাবো। কারণ আগামীকে গ্রামাঞ্চলে মানুষজন দ্বিতীয়বারের মতো আক্রান্ত হবে। তখন সেখানেও পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।''

শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতেই সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে এখন ৫৩টি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে। সবচেয়ে বেশি রোগী রয়েছে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এসএসএসএমসি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড১৯ হাসপাতাল, বেসরকারি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে অনেক রোগী ভর্তি রয়েছে। বড় হাসপাতালগুলোয় জায়গা না হওয়ায় অনেক রোগী মেঝেতে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে তথ্য দেয়া হয়, তাতে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রকৃত তথ্য আসছে না বলে খোদ কর্মকর্তারাই স্বীকার করেছেন। কারণ যারা আক্রান্ত হয়ে ঘরে বসে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের তথ্য এখানে যুক্ত হয়না। এমনকি সব বেসরকারি হাসপাতালের তথ্যও এখানে নেই।

গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি সেমিনারে বক্তারা বলেন, ডেঙ্গু পরিস্থিতিকে এখন বিশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসাবে ঘোষণা করার সময় এসেছে।

তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, আশঙ্কাজনকভাবে ডেঙ্গু রোগী বাড়লেও এখনো বিশেষ পরিস্থিতি ঘোষণা করার মতো সময় এসেছে বলে তারা মনে করেন না।

চিকিৎসকরা বলছেন, বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় দেহে জ্বর দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এরপর পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হলে রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ওষুধ বা হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেবেন।

ডা. তৌফিক আহমেদ বলছেন, সব ধরনের ডেঙ্গুতেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না। সাধারণ জ্বরের সাথে অন্য কোন উপসর্গ না থাকলে বাড়িতে বিশ্রামে থেকে আর ওষুধ খেয়েই সুস্থ হওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে নিজে নিজে ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে। তবে প্রচুর তরল খাবার, ডাবের পানি, লেবুর শরবত ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে।''

ডেঙ্গুর প্রধান লক্ষণ জ্বর। সাধারণত ৯৯ থেকে ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠতে পারে। জ্বরের সঙ্গে শরীরে ব্যথা, মাথা ব্যথা, চামড়ায় র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি ওঠা, চোখে ব্যথা দেখা দিতে পারে।

রোগীর ডায়াবেটিস থাকলে, ডেঙ্গুর সঙ্গে সঙ্গে যদি পেটে ব্যথা বা বমি হয়, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি বা লিভারের সমস্যা, অন্তঃসত্ত্বা ইত্যাদি থাকলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়া ভালো। বিশেষ করে বমি বা খিঁচুনি হলে, নাক, মলদ্বার, মাড়ি দিয়ে বা প্রস্রাবের সাথে রক্তপাত হলে কোনরকম দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, বলছেন ড. আহমেদ।

তিনি বলছেন, ডেঙ্গু জ্বর কমে গেলেও অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। তাহলে পরবর্তীতে অনেক জটিলতার এড়ানো যেতে পারে।

অনেক সময় রোগীর রক্তে প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে বা রক্তপাত বেশি হলে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর রক্তের গ্রুপের সম্ভাব্য রক্তদাতার খোঁজ বা যোগাযোগ করে রাখা যেতে পারে।

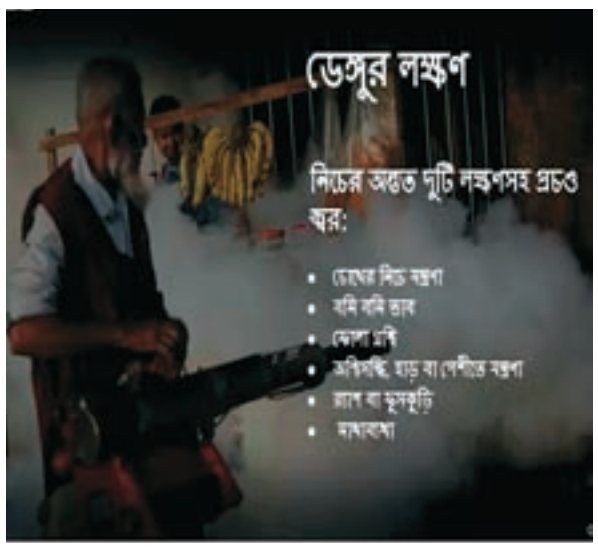

টুকরো খবর

নির্বাচন কে কেন্দ্র করে কোচবিহার জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়লে আরো একজন

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক হিংসায় আরো একজনের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে। বিজেপির দাবি গত শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের হামলায় গুরুতর গুরুতর যখম হন কোচবিহার শালবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি কর্মী জয়ন্ত বর্মন। শুক্রবার রাতেই তাকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে গত ১৩ই জুলাই কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলে আজ সকালে তার মৃত্যু হয়।

শিলিগুড়ি প্রধান নগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী যুবতী

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গতকাল প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই যুবতীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯ বছর বয়সী যুবতীর কাছে ভারতে আসার পাসপোর্ট ভিসা না থাকার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী এই যুবতী পুলিশকে জানিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাকে জানানো হয় শিলিগুড়ি আসতে এবং তারপর এখানেই কোন বিউটি পার্লারে তাকে কাজ দেওয়া হবে। কাজ শিখে গেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ব্যাঙ্গালোরু। তবে যুবতীর এই কথায় সন্দেহ রয়েছে পুলিশের। পুলিশ সূত্রের খবর আদতে কি কারনে কাঁটাতারের নীচ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল যুবতীর সে বিষয়ে তদন্ত করছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি এই যুবতী বাংলাদেশি কোন গুপ্তচর কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রের খবর বাংলাদেশী যুবতী গ্রেপ্তারের বিষয়টিতে অবগত রয়েছে বিএসএফের আধিকারিকরাও। তারাও তদন্ত চালাচ্ছে তাদের মত করে। জানা গিয়েছে ধৃত এই যুবতীর নাম সাফলা আক্তার। আজ ধৃত যুবতীকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

উত্তর দিনাজপুরে সহিংসতা বন্ধ না হলে রাজ্যসভা নির্বাচন বয়কট করব বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুরের আগডিমটি খুন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সন্ত্রাস বন্ধ না হলে রাজ্য সভার ভোট বয়কটের ঢাক দিলেন ইসলামপুরের তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। শুধু তাই নয় কোনও বিলকেও সমর্থন করবেন না। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনি মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়াও রাজ্য রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের ক্ষতিপূরণ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর উপরে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা, ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত সেনা

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানে হু হু করে প্রবেশ করছে পানা নদীর জল। প্রবল স্রোতে জল প্রবেশ করছে। বহু মানুষকে উদ্ধার করেছে প্রশাসন।বহু মানুষ আটকে রয়েছে। মেচপাড়া চা বাগানের পাকা লাইনে প্রায় পঞ্চাশ জন আটকে রয়েছে। উদ্ধার হয়নি। বর্তমানে পুরো গ্রাম নদীর রূপ নিয়েছে। অবশেষে কালচিনি ব্লকের মেচপাড়াতে উদ্ধারে নামলো সেনা। আটকে পড়া জনগণকে উদ্ধার করছে সেনা। আটকে থাকা ৬৯ জনকে উদ্ধার করেছে সেনা জ ওয়ানরা

মেডিকেল মোড়ের কাছে হাই ড্রেনে পড়ে গেল এক মহিলা,দমকলের প্রচেষ্টায় উদ্ধার মহিলা

শিলিগুড়ি ঃ মেডিকেল মোড়ের কাছে হাই ড্রেনে পড়ে গেল এক মহিলা। ঘটনাস্থলে দমকল পৌঁছে দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় মহিলাকে ড্রেন থেকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ মেডিকেল মোড়ের কাছে হাই ড্রেনে পড়ে যায় ওই মহিলা। এরপরই স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে মহিলা কে বাঁচানোর চেষ্টা করে। ড্রেনে জলের স্রোত বেশি থাকায় তাকে উদ্ধার করা যায়নি। পরে দমকলকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে মাটিগাড়া দমকল কেন্দ্র থেকে দমকলের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষনের প্রচেষ্টায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানাগেছে ওই মহিলার নাম মিলি সোরিওঁরাও। তার বাড়ি পানীঘাটা এলাকায়। তবে কি ভাবে ওই মহিলা পড়ে গেল তা খতিয়ে দেখছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

মালদহের আবাসিক এলাকায় আগুনের জেরে আতঙ্ক

মালদা ঃ ফের জনবহুল এলাকায় আগুন ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল মালদহের ইংরেজবাজার শহরে। শুক্রবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায় এক ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানের উপরে আগুন লাগে। দোকানটির পাশে একাধিক বড় হোটেল রয়েছে। আগুন ঘিরে উদ্বিগ্ন শহর বাসী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে আগুনের মাত্রা বেশি থাকায় ভেতরে প্রবেশে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দুটি দমকল ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এই বিষয়ে ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী জানান, খবর পাওয়া মাত্র তিনি ঘটনাস্থলে এসেছেন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে। নিচে ইলেকট্রিকের দোকান ছিল। তবে তার ওপরে বাড়ি বা দোকান নেই। সম্ভবত পুরনো কোন জিনিসপত্র মজুত ছিল সেখানে। অন্যদিকে নিচে থাকা ইলেকট্রিক দোকানের মালিক পূর্ণিমা চক্রবর্তী জানান, নিচে তার ইলেকট্রিক দোকান রয়েছে। উপরে সম্ভবত হারবালের দোকান ভাড়া নেওয়া ছিল।

শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অশোক নগর সহ একটি বিশাল এলাকা জলমগ্ন

শিলিগুড়ি ঃ একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়ল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রতিবছর বর্ষায় একই পরিস্থিতি হয় এই এলাকায়। প্রায় হাটু সমান জল জমে গিয়েছে ওই এলাকায়। তাতেই সমস্যায় পড়েছে পথ চলতি মানুষেরা। জল সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়েও সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করল স্থানীয়রা। প্রবল বৃষ্টি, বন্যার আশঙ্কা জেলা জুড়ে, ব্যারাজ থেকে ছাড়া হচ্ছে জল,লাল সংকেত তিস্তায়। জল বাড়তে শুরু করেছে করনা নদীর। চিন্তায় ঘুম নেই বাসিন্দাদের।

অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে জেলা জুড়েই বন্যা পরিস্থিতি

জলপাইগুড়ি ঃ গতকাল থেকেই অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশই। পাহাড়ে ব্যাপক বৃষ্টির কারণে জলস্তর বাড়ছে তিস্তা, জলঢাকা, সহ বিভিন্ন পাহাড়ী নদী গুলোর, ইতিমধ্যেই তিস্তা ব্যারাজ থেকে ২৬৩৯.৪২ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালেও ভারী বৃষ্টির কবলে গোটা জলপাইগুড়ি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পক্ষ থেকে তিস্তার অসুরক্ষিত এলাকায় লাল এবং সুরক্ষিত এলাকায় জারী হয়েছে হলুদ সংকেত বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া এন এইচ ৩১ জলঢাকা নদীর জন্য ও রয়েছে বিপদ সংকেত। সব নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় ক্রমশই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, বৃহস্পতিবার জেলার বানার হাট, এথেলবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু এলাকায় প্লাবিত হয়েছে নদীর উপচে পরা জলের স্রোতে।

দেখলে মনে হতেই পারে যেন পাহাড়ের ঝরনা সমতলে। লাগাতার ভারী বৃষ্টি, চরম দুর্ভোগ বাসিন্দাদের।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
21:07:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বান্দরবানে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়ানো কেএনএফএর সাথে আলোচনা শুরু

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানের গভীরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ এর সাথে আলোচনা শুরু হয়েছে। কেএনএফ এর সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ করার জন্য গত বেশ কয়েকমাস যাবত সেনাবাহিনী সে এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছে এবং বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য নিহতও হয়েছে। কেএনএফ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এসে বৈঠক করতে 'শর্তসাপেক্ষে' রাজী হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় সিভিল সোসাইটি ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে গঠিত 'শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির' সদস্যদের সাথে বুধবার এক ভার্চুয়াল বৈঠকে কেএনএফ তাদের এসব শর্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে এই প্রথম কেএনএফ তাদের দাবি নিয়ে আলোচনায় এলো। এই বৈঠকে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা'র নেতৃত্বে 'শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির' ১২ সদস্য এই বৈঠকে যোগ দেন। অন্যদিকে কেএনএফ এর তরফ থেকে চার সদস্য যোগ দেন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন মুইয়াম বম।

মণিপুরে নারীদের নগ্ন করে ঘোরানোর ভিডিও ঘিরে উত্তাল ভারত

মণিপুর (এজেন্সী) ঃ ভারতের অগ্নিগর্ভ মণিপুরে দুজন কুকি মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় নগ্ন করে ঘোরানোর সাম্প্রতিক একটি ভিডিও সামনে আসার পর সারা দেশ শোকেদুঃখে রাগে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। ওই দুজন নারীর অন্তত একজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন বলেও জানা যাচ্ছে।

প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে পার্লামেন্টে, আর সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এই 'চরম সাংবিধানিক ব্যর্থতা'র বিরুদ্ধে সরকার যদি কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে তারা নিজে থেকেই পদক্ষেপ নেবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরুর আগে দেওয়া এক ভাষণে বলেছেন, ওই দৃশ্য দেখে তাঁর হৃদয় দুঃখে ও ক্রোধে ফুঁসছে।

ওই ঘটনায় যারা দোষী, তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে বলেছেন, মণিপুরের দুহিতাদের সঙ্গে যা ঘটেছে তা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

এর কিছুক্ষণ আগেই মণিপুর সঙ্কট নিয়ে মুখ না খোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মন্তব্য করেন, নরেন্দ্র মোদীজি, মণিপুর নিয়ে আপনার নীরবতার জন্য দেশ কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করবে না।

পার্লামেন্টের অধিবেশনে আর সব কার্যক্রম স্থগিত করে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি আলোচনার জন্য বিরোধী দলের অন্তত ১৫জন এমপি মুলতুবি প্রস্তাবও এনেছেন।

এদিকে মণিপুর পুলিশও স্বীকার করেছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওটি জাল নয় ‐ সত্যি। তবে ওই ঘটনা গত ৪ঠা মে তারিখের এবং তাতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপহরণ, গণধর্ষণ ও হত্যার মামলাও দায়ের হয়েছিল বলে তারা জানাচ্ছে।

আড়াই মাসেরও বেশি পুরনো ঘটনা হলেও এই মামলায় প্রথম গ্রেপ্তারের ঘটনাটি ঘটেছে অবশ্য গতকাল (বুধবার) রাতেই, ভিডিওটি কেউ বা কারা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়ার পরে।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বলেছেন, এই ঘটনায় যারা দোষী, তারা যাতে ফাঁসির সাজা পায় তিনি সেই চেষ্টাই চালাবেন।

মণিপুরে সেদিন কী ঘটেছিল?

বুধবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মণিপুরের রাস্তায় কুকি-জোমি সম্প্রদায়ের দু'জন নারীকে নগ্ন করে একদল লোক রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের ক্রমাগত যৌন লাঞ্ছনা করা হচ্ছে।

দু'জন নারীর একজনের বয়স ছিল মাত্র কুড়ি-বাইশ, অন্যজনের চল্লিশের আশেপাশে।

ভিডিওতে দেখা যায়, জনতার মধ্যে অনেকেই ওই নারীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ খামচে ধরছে। এরপর তাদের জোর করে একটি চাষের ক্ষেতের দিকে টেনে নিয়ে যেতেও দেখা যায়।

পরে ১৮ মে তারিখে ওই ঘটনার যে এফআইআর করা হয়েছে, তাতে ভিক্টিমরা অভিযোগ করেছেন তুলনায় কম বয়সী মেয়েটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করা হয়েছিল।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ঘটনার দিন কাংপোকপি জেলায় তাদের গ্রাম যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন প্রাণে বাঁচতে তারা পরিবারের কয়েকজন মিলে কাছের জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

পথে থৌবাল জেলার একটি পুলিশ ভ্যান তাদের উদ্ধার করে গাড়িতে তুলে নেয়। তবে পুলিশ যখন তাদের থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, তখন থানা থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে একদল উত্তেজিত জনতা তাদের ঘিরে ধরে।

এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই ক্ষুব্ধ জনতা তাদের পুলিশের হেফাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু ভিক্টিম দু'জন নারীর একজন গতকাল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকাকে জানিয়েছেন, পুলিশ আসলে হামলাকারীদের সঙ্গেই ছিল। ওরা বাড়ির বেশ কাছেই প্রথমে আমাদের গাড়িতে তুলে নেয়, তারপর গ্রামের একটু বাইরে গিয়েই রাস্তায় ছেড়ে দেয়। পুলিশই ওই জনতার হাতে আমাদের তুলে দিয়েছিল।

অর্থাৎ ওই ভিক্টিম দাবি করেছেন, পুলিশের কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি ‐ পুলিশই ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ওই হামলাকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

ওই জনতা এরপর জোর করে নারীদের সব জামাকাপড় খুলতে বাধ্য করে। তাদের রাস্তা দিয়ে নগ্ন করে হাঁটানো হয়, এরপর পাশের ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালানো হয়।

অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে, তিনজন নারী ও দুজন পুরুষসহ তারা দলে মোট পাঁচজন ছিলেন, যারা গ্রাম থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। বছর পঞ্চাশের যে তৃতীয় নারী ছিলেন, তাকেও নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছিল।

দলের দু'জন পুরুষ ছিলেন সবচেয়ে কমবয়সী নারীটির বাবা ও ভাই। ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় তাদের দুজনকেই হামলাকারীরা হত্যা করেছে বলেও এফআইআরে জানানো হয়েছে।

গত ৩রা মে থেকে মণিপুরে সংখ্যাগুরু মেইতেই ও সংখ্যালঘু কুকিদের মধ্যে যে রক্তাক্ত জাতি-সংঘাত এবং অবাধ হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ শুরু হয়েছে, এই ঘটনা ছিল ঠিক তার দ্বিতীয় দিনেরই।

তবে এই ঘটনার বীভৎসতা ও নৃশংসতা ঠিক কতখানি ছিল, তা সারা দেশ জানতে পারল ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার আড়াই মাস পর।

ঘটনাচক্রে আজ থেকেই সদ্য উদ্বোধন হওয়া দেশের নতুন পার্লামেন্টে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে, যেটি ওই ভবনে প্রথম সভা।

পার্লামেন্টের সভা বসার আগেই অবশ্য মণিপুরের ওই ভিডিও নিয়ে তুমুল হইচই পড়ে যায়, গতকাল বিকেলে অধিবেশনের আগে ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকেও যা নিয়ে অংশগ্রহণকারী এমপি-রা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতেন না।

প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ওই ভিডিও-টির প্রসঙ্গ টেনে টুইট করেন, মণিপুরে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আপনারা 'মবোক্রেসি'তে পাল্টে ফেলছেন। তার পরেও আপনি মণিপুর নিয়ে চুপ ‐ ভারত কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করবে না।

বিরোধ দলীয় এমপিরাও এক সুরে দাবি জানাতে থাকনে, পার্লামেন্টে বাকি সব কাজ ফেলে অবিলম্বে মনিপুর নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে।

এর একটু পরেই পার্লামেন্টের বাইরে অধিবেশন শুরুর আগে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী অবশেষে মণিপুর নিয়ে তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করেন। মণিপুরে সংঘাত শুরু হওয়ার পর আশি দিনে প্রথমবার।

ওই ভাষণে পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, আজ আমি যখন গণতন্ত্রের মন্দিরের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে, আমার হৃদয় গভীর যন্ত্রণা আর ক্রোধে ভরে উঠেছে। মণিপুরের ঘটনা যে কোনও সভ্য রাষ্ট্রের জন্য কলঙ্ক ‐ আমাদের গোটা দেশ এর জন্য লজ্জিত।

তিনি আরও যোগ করেন, আমি দেশকে কথা দিচ্ছি এই ঘটনায় দোষীরা কেউ পার পাবে না। আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মণিপুরের দুহিতাদের সাথে যা ঘটেছে তা ক্ষমার অযোগ্য।

এদিকে আজ ভারতের শীর্ষ আদালতও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মণিপুরের ওই ঘটনাটি 'কগনিজেন্সে' নিয়ে এটিকে 'চরম সাংবিধানিক ব্যর্থতা' বলে বর্ণনা করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছেন, গতকাল থেকে যে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেটি দেখে আমরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

সরকার আপনা থেকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে সুপ্রিম কোর্ট আগামী ২৮ জুলাই থেকে নিজেরাই এই মামলার শুনানি শুরু করবে বলেও প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করেন।

সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, তার প্রতিটি পদক্ষেপও সুপ্রিম কোর্টকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ভারতের বলিউড তারকারাও অনেকেই মণিপুরের এই ভিডিও নিয়ে মুখ খুলেছেন এবং দোষীদের 'অকল্পনীয়' বা 'কঠোরতম' সাজা দাবি করছেন।

অভিনেত্রী কিয়ারা আডভানি টুইট করেছেন, দ্য হরিফাইং ভিডিও শেকেন মি টু দ্য কোর! বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারও জানিয়েছেন, তিনি 'শেকেন, ডিসগাস্টেড টু সি দ্য ভিডিও!

চোখ ওঠা রোগের নাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গে 'জয় বাংলা' হয়েছিল যেভাবে

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন পরে আবারও 'জয় বাংলা' কথা খুব শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিক পরিচিত স্লোগান হলেও এখন যে 'জয় বাংলার' কথা শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, তা আসলে 'চোখ ওঠা' রোগ বা কনজাংটিভাইটিস।

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চোখ ওঠা রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় থেকেই কনজাংটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগকে 'জয় বাংলা' বলে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরগুলি থেকেই পশ্চিমবঙ্গে চোখ ওঠা রোগটি ছড়িয়েছিল বলে মনে করা হলেও ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের মতো প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা গবেষণাপত্রসহ একাধিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে ১৯৭১ সালে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই রোগটি ছড়িয়েছিল। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে সে বছর কনজাংটিভাইটিসকে মহামারি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।আবার রোগটির নাম কেন 'জয় বাংলা' হলো, তা নিয়েও চালু রয়েছে একাধিক তত্ত্ব। 'একাত্তরের রাতদিন' বইয়ের লেখক, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী ১৯৭১ সালে নিয়মিতভাবে শরণার্থী শিবির ও রণাঙ্গনে ঘুরতেন। কনজাংটিভাইটিস সেই সময় ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার বইতেও বিষয়টার উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ বলে থাকেন যে শরণার্থীদের কিছুটা তাচ্ছিল্য করার জন্য একটা রোগের নামকে 'জয় বাংলা' বলে দেওয়া হয়েছিল, বলেন মি. চক্রবর্তী।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সব থেকে জনপ্রিয় স্লোগানকে চোখ ওঠা রোগের নাম দেওয়ার সেটা কারণ ছিল না। সেই সময়ে ইয়াহিয়া খান বাঙালীদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছিলেন, আর কনজাংটিভাইটিস হলেও চোখ লাল হয়ে যায়, সেইভাবেই রক্তচক্ষুর সূত্র ধরে লোকমুখে জয় বাংলা নামটা ছড়িয়ে পড়ে। আমার লেখাতেও এই ব্যাখ্যাই দিয়েছি আমি।

যে পশ্চিমবঙ্গবাসী শরণার্থীদের সঙ্গে ভাগ করে খাবার খেয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে একটা রোগের নাম রেখে দেবে, এটা অযৌক্তিক। যারা এই তত্ত্ব চালানোর চেষ্টা করেন, তারা ভুল করেন, বলছিলেন মি. চক্রবর্তী।

বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পত্রগুলোতে দেখা যাচ্ছে কনজাংটিভাইটিস বা 'জয় বাংলা' ১৯৭১ এর মহামারী হিসাবে দেখা দেওয়ার প্রায় দশ বছর পরে আবারও পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছিল ১৯৮১ সালে। তবে ৭১-এর তুলনায় সেবারের প্রকোপ অনেকটাই কম ছিল।

তার পরেও মাঝে মাঝে কনজাংটিভাইটিস দেখা গেলেও বহু বছর পরে ২০২৩ সালে আবারও ফিরে এসেছে 'জয় বাংলা'।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে খুলনা সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর এএসএম শামসুল আরেফিন।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে ভারতে বাসে, ট্রামে বা যেখানেই যেত মুক্তিযোদ্ধা অথবা শরণার্থীরা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 'জয় বাংলার' লোক বলতেন। আমাদের সবাইকে সে সময়ে জয় বাংলার মানুষ বলা হত। সেই ডাকে কোনও অসম্মান বা তাচ্ছিল্য তো ছিলই না, বরং এটা যথেষ্ট সম্মানের অভিবাদন ছিল। আর যেহেতু শরণার্থী শিবিরগুলোতেই কনজাংটিভাইটিস বেশি ছড়িয়েছিল, তাই লোকমুখে এটা চালু হয়ে গিয়েছিল যে জয় বাংলার রোগ বা জয় বাংলার মানুষদের রোগ। তা থেকেই রোগটার নামই হয়ে গেল জয় বাংলা, বলেন মি. আরেফিন।

তখন আমাদের বাহিনীর অনেক অফিসার আর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যেই কনজাংটিভাইটিস ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত যারা কলকাতায় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে তারপরে রণাঙ্গনে ফিরতেন তাদের অনেকেরই কনজাংটিভাইটিস হয়েছিল মনে আছে। আবার কলকাতা থেকে ওষুধপত্র আর চিকিৎসক দল নিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের শরণার্থী শিবিরগুলিতে আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মাঝেমাঝেই যেতেন পিপলস রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাসেবক ও পরবর্তীতে কবি-সাংবাদিক জিয়াদ আলি।

তার কথায়, পেট্রাপোল সীমান্ত সহ উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন সীমান্ত আর নদীয়াতে যেসব শরণার্থী শিবিরগুলোতে তখন নিয়মিতই যাতায়াত করতাম। মে-জুন মাস নাগাদ আমরা লক্ষ্য করি যে অনেকেই চোখ লাল হওয়া, চোখ থেকে জল পড়ার সমস্যার কথা জানাচ্ছেন আমাদের। শিবিরগুলি ছাড়া কলকাতা শহরেও বহু মানুষের তখন কনজাংটিভাইটিস হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গী চিকিৎসকরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করা, চোখে হাত না দেওয়া আর বারেবারে চোখে জল দেওয়ার পরামর্শ দিতেন। শরণার্থী শিবিরগুলিতে দেখতাম বেশ কিছু মানুষ কালো চশমা পড়াও শুরু করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে পশ্চিমবঙ্গে আসা বেশ কিছু বিদেশী সাংবাদিকও কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সম্ভবত সেকারণেই নিউ ইয়র্ক টাইমসও এ নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল।

সেই সময়ের সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারি হিসাবেই প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা করিয়েছিলেন কনজাংটিভাইটিসের। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে স্কুল বন্ধ ছিল, ট্রেন চালক আর গার্ডদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় রেল চলাচল ব্যহত হয়েছিল।

সপ্তাহ দুয়েক আগে কলকাতার আদি বাসিন্দা, বর্তমানে সিঙ্গাপুর নিবাসী ঘোষ পরিবার দেশে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন আগে পরিবারের কর্তা কুবলয় ঘোষের হঠাৎই চোখ লাল হয়ে ভীষণ ফুলে যায়, সমানে জল পড়তে থাকে।

মি. ঘোষের স্ত্রী সুদেষ্ণা ঘোষ বলছিলেন, ওর চোখ ফুলে গিয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। তারপরেই আমার, ছেলের আর আমার মায়ের সংক্রমণ ছড়ালো। ডাক্তারের কাছে গেলাম সবাই। সবারই কনজাংটিভাইটিস। ওদের তিন-চার দিনের মধ্যে সেরে গেলেও আমার সারতে প্রায় সাত দিন লেগেছিল। বাকিদের চোখে ব্যথা না থাকলেও আমার প্রচণ্ড ব্যথা ছিল চোখে।

কনজাংটিভাইটিসের কারণে ঘোষ পরিবারকে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাওয়া দু'বার পিছিয়ে দিতে হয়।

এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কনজাংটিভাইটিস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন। কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের সিনিয়র চিকিৎসক উদয়াদিত্য মুখার্জী বলছিলেন, আমাদের হাসপাতালের আউটডোরে প্রতিদিন গড়ে ১৫-১৬ শতাংশ রোগীই কনজাংটিভাইটিস নিয়ে আসছেন। বাস্তবে আক্রান্তের সংখ্যাটা আরও বহু গুণ বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা, কারণ কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত হলে সিংহভাগ রোগীই ডাক্তারের কাছে আসেন না, এমনিতেই তিন-চার দিনের মধ্যে সেরে যায়। যাদের বাড়াবাড়ি হয়, তারাই শুধু হাসপাতালে বা ব্যক্তিগত চেম্বারে ডাক্তারের কাছে আসেন। তিনি বলছিলেন, বহু বছর পরে এত সংখ্যক কনজাংটিভাইটিস রোগী পাচ্ছি আমরা। এখনও পর্যন্ত কোন স্ট্রেইন থেকে এই ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে, তা জানা যায় নি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে এটা নতুন কোনও স্ট্রেইন।

চীনের 'নিখোঁজ' পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে বাড়ছে নানা জল্পনাকল্পনা

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিন গ্যাং কে দীর্ঘদিন জনসমক্ষে দেখা না যাওয়া নিয়ে অনলাইনে নানা ধরণের জল্পনা কল্পনা দেখা যাচ্ছে, যা আবারো চীনের সিক্রেসি বা গোপনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসছে। ৫৭ বছর বয়সী এই নেতাকে গত ২৩ দিন ধরে জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না। তার সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ছিলো গত ২৫শে জুন। গত ডিসেম্বরে মন্ত্রী মনোনীত হওয়ার সময় তাকে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে মনে করা হচ্ছিলো। চীনা সরকারের সবচেয়ে পরিচিত মুখগুলোর একজন হিসেবে মি. চিনের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ওপর শুধু কূটনীতিক বা চীন পর্যবেক্ষকরাই দৃষ্টি রাখছেন না বরং সাধারণ চীনা জনগণেরও দৃষ্টি আছে।

সোমবার তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং জানান যে এ সম্পর্কে তার কাছে দেয়ার মতো কোনো তথ্য নেই। চীনের অস্বচ্ছ সিস্টেমের মধ্যে এ ধরণের হাই-প্রোফাইল একজন কর্মকর্তার এমন অন্তর্ধান একটি জটিলতার লক্ষ্মণ হতে পারে। একই সাথে মিস মাও এর জবাব এ বিষয়ে জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ তৈরি করেছে। তিনি কি জানেন না যে কিভাবে জবাব দিতে হয়, চীন সামাজিক মাধ্যম উয়েবোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের ভিডিও ক্লিপে একজন এমন মন্তব্য করেছেন। এই জবাব সম্পূর্ণ উদ্বেগজনক, লিখেছেন আরেকজন।

চীনে কোনো ধরণের ব্যাখ্যা ছাড়াই উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের এমন হুটহাট নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়। অনেক সময় পরে দেখা যায় তারা অপরাধ তদন্তের আওতায় রয়েছেন। আবার অনেক সময় তারা অন্তর্ধানে যান ও পরে ফিরে আসেন জনসমক্ষে। কিন্তু দৃশ্যপটের বাইরে থাকার কারণ সম্পর্কে তারা কিছু বলেন না।

শি জিনপিং নিজেও ২০১২ সালে চীনের নেতা হওয়ার আগে প্রায় দু সপ্তাহ জনসমক্ষে আসেননি। তখন তার স্বাস্থ্য এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনায় এসেছিলো। তবে পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মি চিন একজন যিনি দীর্ঘসময় ধরে অনুপস্থিত।

গত সপ্তাহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে ইন্দোনেশিয়ায় কূটনীতিকদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না। কিন্তু পরে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এ লাইনটুকু সরিয়ে ফেলা হয়। মি চিনের পরিবর্তে তার পূর্বসূরি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন এফেয়ার্স কমিশনের পরিচালক ওয়াং ই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফরেন পলিসি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেলের বৈঠকও পেছানো হয়েছে। তবে এজন্যও কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। মি. বোরেল বেইজিংয়ে পৌঁছানোর নির্ধারিত দিনের মাত্র দু দিন আগে চীনের তরফ থেকে বৈঠক পেছানোর বিষয়টি জানানো হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে রয়টার্সকে। সোমবার মি. চিনকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও ফিলিপিন্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতের্তের মধ্যকার বৈঠকেও দেখা যায়নি। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমের ফুটেজে ওয়াং ইসহ মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তাদের এ সভায় দেখা গেছে। এ বিষয়ে তথ্যের ঘাটতির কারণেই মূলত জল্পনা কল্পনা বাড়ছে। চীনা ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন বাইডুতে গত সাত দিনে মি. চিন সম্পর্কে তথ্য খোঁজ করা ব্যাপক বেড়ে গেছে।